প্রগতি প্রকাশন
মস্কো
সোভিয়েত ইউনিয়ন

১
কংগ্রেসের কাছে চিঠি (১)

এ কংগ্রেসে আমাদের রাজনৈতিক কাঠামোয় একগুচ্ছ পরিবর্তন সাধনের জন্য আমি খুবই পরামর্শ দেব।

যেসব বিবেচনা আমি সবচেয়ে জরুরী মনে করছি তা আপনাদের বলতে চাই।

সর্বাগ্রে আমি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসংখ্যা কয়েক ডজনে এমনকি একশ জনে বাড়াবার কথাটা রাখছি। আমার মনে হয়, এই ধরনের সংস্কার যদি না ঘটাই, তাহলে ঘটনাচক্র পুরোপুরি আমাদের অনুকূলে না থাকলে (এবং সে ভরসা আমরা করতে পারি না) আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে খুবই বিপদের ভয় আছে।

অতঃপর আমি কতকগুলি শর্তে আমাদের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের সিদ্ধান্তের ওপর আইনপ্রণয়নী চরিত্র আরোপ করার জন্য কংগ্রেসের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই; এদিক দিয়ে একটা নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত ও নির্দিষ্ট শর্তে কমরেড ত্রৎস্কির মতে সায় দিচ্ছি।

প্রথম পয়েন্টটির কথা, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসংখ্যা বাড়ানোর কথা যদি ধরি, তাহলে আমার ধারণা, ও ব্যাপারটা দরকার কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির জন্য, গুরুত্বসহকারে আমাদের যন্ত্রটার উন্নয়নের জন্য এবং কেন্দ্রীয় কমিটির ছোটো ছোটো অংশের সংঘাত যাতে পার্টির সমগ্র ভাগ্যের পক্ষে বড়ো বেশি মাত্রাতিরিক্ত তাৎপর্য অর্জন করতে না পারে, তার জন্য।

আমার মনে হয়, আমাদের পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে ৫০—১০০ জন কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য দাবি করার অধিকারী এবং সে শ্রেণীর শক্তির ওপর অস্বাভাবিক চাপ ছাড়াই তা পেতে পারে।

এরূপ সংস্কারে আমাদের পার্টির মজবুতি অনেক বাড়বে এবং শত্রু রাষ্ট্রগুলির বেষ্টনীর মধ্যে তার যে সংগ্রাম আমার মতে সামনের কয়েক বছরে অতিশয় তীব্র হতে পারে ও হতেই হবে, সে সংগ্রাম সহজ হবে। আমার মনে হয় এরূপ ব্যবস্থায় আমাদের পার্টির অটলতা হাজার গুণ বেড়ে যাবে।

লেনিন

২৩. ১২. ২২
শ্রুতিলিপি নেন ম. ভ.

২

নোটের পূর্বানুবৃত্তি
২৪শে ডিসেম্বর, ২২

কেন্দ্রীয় কমিটির অটলতার যে কথা আমি আগে বলেছি তাতে আমি ভাঙনের বিরুদ্ধে আদৌ যতখানি ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব, তার কথাই ভেবেছি। কেননা ‘রুস্কায়া মিস্‌ল্’ পত্রিকার শ্বেতরক্ষী (মনে হচ্ছে স. স. ওল্দেনবুর্গ) নিশ্চয় ঠিকই করেন যতখন প্রথমত, সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে তাঁদের

খেলায় আমাদের পার্টির ভাঙনের ওপরই ভরসা করেন এবং দ্বিতীয়ত, সে ভাঙনের জন্য ভরসা করেন পার্টির মধ্যে গুরুতর মতভেদের ওপর।

আমাদের পার্টি দুটি শ্রেণীর ওপর ভর দিয়ে আছে তাই তার অস্থায়িত্ব সম্ভবপর ও পতন অনিবার্য হয় যদি এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বোঝাপড়া না থাকে। সে ক্ষেত্রে কোনো একটা ব্যবস্থা গ্রহণ ও আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির স্থায়িত্ব নিয়ে আদৌ কোনো আলোচনা নিস্ফল। সে ক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থাই ভাঙন নিবারণে সক্ষম হবে না। কিন্তু আমার ধারণা ওটা এতই দূরের একটা ভবিষ্যৎ ও এতই অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা যে তা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন হয় না।

আমি স্থায়িত্ব বলতে আসন্ন ভবিষ্যতে ভাঙনের বিরুদ্ধে গ্যারান্টির কথা ভাবছি। এবং এক্ষেত্রে একান্তই ব্যক্তিগত গুণাগুণ নিয়ে কয়েকটি বক্তব্য হাজির করব বলে স্থির করেছি।

আমার ধারণা এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্থায়িত্বের প্রশ্নে মূল কথা হল কেন্দ্রীয় কমিটির স্তালিন ও ত্রৎস্কির মতো সভ্যরা। তাদের ভেতরকার সম্পর্ক নিয়েই, আমার মতে, ভাঙনেরবিপদ বেশি অথচ এ ভাঙনটা এড়ানো যায় এবং আমার মতে তা এড়াতে সাহায্য হবে অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসংখ্যা ৫০ পর্যন্ত, ১০০ পর্যন্ত বাড়িয়ে।

কমরেড স্তালিন সাধারণ সম্পাদক হয়ে স্বহস্তে অপরিসীম ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেছেন এবং আমি নিশ্চিত নই সে ক্ষমতা তিনি সর্বদা যথেষ্ট সাবধানে ব্যবহার করতে পারবেন কিনা। অন্যদিকে কমরেড ত্রৎস্কি, যোগাযোগের জনকমিশারিয়েত নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামে যা প্রমাণিত হল, কেবল অসামান্য কৃতিত্বেই বিশিষ্ট নন। বলতে কি ব্যক্তিগতভাবে তিনিই বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির সবচেয়ে দক্ষ লোককিন্তু বড়ো বেশি আত্মবিশ্বাস-পরায়ণ এবং কাজের বিশুদ্ধ প্রশাসনিক দিকটাতেই বড়ো বেশি আচ্ছন্ন।

বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির দুই প্রধান নেতার এই দুটি গুণ অনবধানে ভাঙন ঘটাতে সক্ষম এবং তাতে বাধা দেবার মতো ব্যবস্থা যদি আমাদের পার্টি গ্রহণ না করে, তাহলে আচমকা ভাঙন ঘটে যেতে পারে।

কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য সদস্যের ব্যক্তিগত গুণাবলীর খতিয়ান আর দেব না। শুধু মনে করিয়ে দিই যে জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের (২) অক্টোবর কাণ্ডটা অবশ্যই আকস্মিক নয়, তবে সেটা তাঁদের ব্যক্তিগত অপরাধ বলে অভিযুক্ত করা যায় না, যেমন ত্রৎস্কিকে অভিযুক্ত করা যায় না অবলশেভিকবাদে।

কেন্দ্রীয় কমিটির তরুণ সদস্যদের মধ্যে বুখারিন আর পিয়াতাকভকে নিয়ে কয়েকটা কথা বলতে চাই। এঁরা আমার মতে সবচেয়ে বিশিষ্ট (তরুণতম শক্তিদের মধ্যে) এবং তাঁদের সম্পর্কে যথাক্রমে এই কথাগুলো মনে রাখা দরকার, বুখারিন শুধু পার্টির এক মূল্যবান ও বড়ো রকমের তত্ত্বকার তাই নন, সঙ্গত কারণেই তিনি গোটা পার্টির প্রিয়পাত্র রূপেই গণ্য হন, কিন্তু তাঁর তাত্ত্বিক দৃষ্টিকে পুরোপুরি মার্কসবাদী বলে ধরা যাবে কেবল অতিশয় সংশয়ের সঙ্গে, কেননা তাঁর মধ্যে পুঁথিবাগীশার মতো একটা কিছু আছে (দ্বান্দ্বিকতা তিনি কখনো চর্চা করেন নি এবং আমার ধারণা কখনো পুরোপুরি বোঝেন নি)।

২৫. ১২. তারপর পিয়াতাকভ—নিঃসন্দেহেই অসামান্য ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ও অসামান্য গুণী লোক, কিন্তু প্রশাসনপনায় এবং কাজের প্রশাসনিক দিকটায় এতই আকৃষ্ট যে গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যায় তাঁর ওপর ভরসা করা যায় না।

বলাই বাহুল্য যে উভয় মন্তব্যই আমি করছি কেবল বর্তমান সময়ের জন্য, এইটে ধরে নিয়ে যে এই দুজন বিশিষ্ট ও অনুগত পার্টিকর্মী নিজেদের জ্ঞান পরিপূরণ ও একদেশদর্শিতা বর্জনের মতো উপলক্ষ পাচ্ছেন না।

লেনিন

২৫. ১২. ২২
শ্রুতিলিপি নেন ম. ভ.

১৯২২ সালের ২৪শে ডিসেম্বরের চিঠির সংযোজন

স্তালিন বড়ো বেশি রূঢ়, এ ত্রুটিটা আমাদের কমিউনিস্টদের মধ্যে পুরোপুরি সহনীয় হলেও সাধারণ সম্পাদকের পদে অমার্জনীয় হয়ে ওঠে। সেইজন্য আমি কমরেডদের কাছে প্রস্তাব করছি এ পদ থেকে স্তালিনকে সরাবার একটা উপায়ের কথা ভাবুন ও অন্য এমন একজনকে সে পদে নিয়োগ করুন সমস্ত ব্যাপারে কমরেড স্তালিনের চেয়ে যাঁর শুধু একটা গুণ বেশি—যথা, বেশি সহনশীল, বেশি অনুগত, বেশি ভদ্র, কমরেডদের প্রতি বেশি মনোযোগী, কম খামখেয়ালী ইত্যাদি। এটাকে মনে হতে পারে একটা তুচ্ছ খুঁটিনাটি ব্যাপার। কিন্তু ভাঙন নিবারণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং স্তালিন ও ত্রৎস্কির পরস্পর সম্পর্ক নিয়ে আগে যা লিখেছি সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা খুঁটিনাটি নয়, অথবা এমন খুঁটিনাটি যা নির্ধারক তাৎপর্য অর্জন করতে পারে।

লেনিন

শ্রুতিলিপি নেন ল. ফ.
৪ঠা জানুয়ারি, ১৯২৩

৩

নোটের পূর্বানুবর্তন
২৬শে ডিসেম্বর, ১৯২২

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসংখ্যা ৫০ এমনকি ১০০ জনে বাড়ালে আমার মতে দুটি এমনকি তিনটি লক্ষ্য সাধিত হওয়ার কথা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসংখ্যা যত বেশি হবে, কেন্দ্রীয় কমিটির কাজে তালিমি হবে তত বেশি, কোনো একটা অসাবধানতা-হেতু ভাঙনের বিপদ হবে তত কম। বহু শ্রমিককে কেন্দ্রীয় কমিটিতে টেনে আনলে আমাদের যে যন্ত্রটা একেবারেই খারাপ তাকে উন্নত করতে শ্রমিকদের সাহায্য করা হবে। এ যন্ত্রটা মূলত উত্তরাধিকাররূপে পেয়েছি পুরনো আমল থেকে, কেননা এত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে, বিশেষ করে যুদ্ধের সময়, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির সময় তাকে ঢেলে সাজা একেবারেই অসম্ভব ছিল। তাই যেসব 'সমালোচক' ব্যঙ্গ কর বা বিদ্বেষভরে আমাদের যন্ত্রের ত্রুটির কথা আমাদের শোনায় তাদের নিশ্চিন্তে জবাব দেওয়া যেতে পারে যে, এই লোকগুলো বর্তমান বিপ্লবের অবস্থা একেবারেই বোঝে না। পাঁচ বছরের মধ্যে যন্ত্রটাকে যথেষ্টরকম ঢেলে সাজা একেবারেই অসম্ভব, বিশেষ করে আমাদের দেশে যে পরিস্থিতিতে বিপ্লব হয়েছিল তাতে। পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা যদি নতুন ধরনের এমন রাষ্ট্র গড়ে থাকি যেখানে বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে কৃষকদের সামনে চলেছে শ্রমিকেরা, তাহলেই যথেষ্ট, আর শত্রুভাবাপন্ন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অবস্থায় এটা একটা অতিকায় কীর্তি। কিন্তু এটা জানা থাকলেও আমাদের মোটেই এদিকে চোখ বন্ধ রাখা উচিত নয় যে, আমরা কার্যত জার ও বুর্জোয়ার কাছ থেকে পুরোনো যন্ত্রটা নিয়েছি এবং এখন শান্তির আগমনে ও বুভুক্ষার বিরুদ্ধে ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর পর সমস্ত কাজ চালান উচিত যন্ত্রটার উন্নয়নে।

আমি ব্যাপারটা এইভাবে দেখছি যে কয়েক ডজন শ্রমিক কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে স্থান নিয়ে অন্য যে কোনো লোকের চেয়ে ভালোভাবে আমাদের যন্ত্রটার যাচাই উন্নয়ন ও ঢেলে সাজার কাজে লাগতে পারবে। গোড়ায় এই কাজটা যাদের হাতে ছিল সেই শ্রমিক কৃষক পরিদর্শন দেখা গেল তা সামলিয়ে উঠতে পারছে না, তাকে কাজে লাগানো যেতে পারে কেবল, নির্দিষ্ট কিছু শর্তে, কেন্দ্রীয় কমিটির এই সব সদস্যদের 'উপাঙ্গ' বা সহায়ক হিসাবে। যেসব শ্রমিক কেন্দ্রীয় কমিটিতে ঢুকবে, আমার মতে,

তাদের প্রধানত আসা উচিত সেই সব শ্রমিকদের মধ্য থেকে নয়, যারা সোভিয়েত কর্মচারী রূপে দীর্ঘকাল কাজ করেছে (চিঠির এই অংশে শ্রমিক বলতে আমি সর্বত্র কৃষকদেরও বুঝিয়েছি), কেননা এই সব শ্রমিকদের মধ্যে ইতিমধ্যেই কতকগুলো রীতি ও কতকগুলো সংস্কার গড়ে উঠেছে যার বিরুদ্ধে লড়াই করাই বাঞ্ছনীয়।

কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রমিক সদস্য রূপে আসা উচিত প্রধানত সেই শ্রমিকদের যারা পাঁচ বছরে আমাদের এখানে সোভিয়েত কর্মচারী রূপে উত্থিত স্তরটার নিচে অবস্থিত এবং সাধারণ শ্রমিক ও কৃষকদের কাছাকাছি, কিন্তু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শোষকদের দলে যারা পড়ছে না। আমার ধারণা, এরূপ শ্রমিকেরা কেন্দ্রীয় কমিটির সমস্ত অধিবেশনে, পলিটব্যুরো সমস্ত অধিবেশনে হাজির থেকে ও কেন্দ্রীয় কমিটির সমস্ত দলিল পাঠ করে সোভিয়েত ব্যবস্থার অনুগত কর্মী হয়ে উঠতে পারে, যারা প্রথমত, খোদ কেন্দ্রীয় কমিটিকেই মজবুত করে তুলতে এবং দ্বিতীয়ত, যন্ত্রটির নবায়ন ও উন্নয়নের জন্য সত্যি করেই কাজ করতে সক্ষম হবে।

লেনিন

শ্রুতিলিপি নেন ল. ফ.
২৬. ১২. ২২
প্রথম প্রকাশিত ১৯৫৬ সালে,
৯ নং 'কমিউনিস্ট' পত্রিকায়

৪

নোটের পূর্বানুবর্তন
২৭শে ডিসেম্বর, ১৯২২

রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটিতে
বিধানপ্রণয়নী ক্ষমতা দান প্রসঙ্গে (৩)

এ কথাটা কমরেড ত্রৎস্কি পেশ করেছিলেন মনে হয় বেশ আগেই। আমি তার বিরুদ্ধতা করি, কেননা আমি দেখেছিলাম যে সেরূপ ক্ষেত্রে আমাদের বিধানপ্রণয়নী প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবস্থায় একটা মূল অসংগতি দেখা দেবে। কিন্তু ব্যাপারটা মন দিয়ে অনুধাবন করার পর আমি দেখছি যে মূলত এর মধ্যে একটা সুষ্ঠু ভাবনা আছে, যথা : রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটি আমাদের বিধানপ্রণয়নী প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে খানিকটা দূরে, যদিও অভিজ্ঞ ব্যক্তি, বিশেষজ্ঞ এবং বিজ্ঞান ও টেকনলজির মুখপাত্রদের সমাহার হিসেবে কার্যত ব্যাপারগুলোর সঠিক বিচারের মতো সর্বাধিক তথ্য তার হাতে।

কিন্তু এতদিন পর্যন্ত আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এগিয়েছিল যে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির উচিত রাষ্ট্রকে বিচার-বিশ্লেষিত মালমসলা দেওয়া এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উচিত রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া। আমি মনে করি বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারগুলি অসাধারণ জটিল হয়ে উঠেছে, যখন ঘনঘনই পালা করে এমন কতকগুলো প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে যেখানে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির বিশেষজ্ঞের অভিমত প্রয়োজন হয় এবং কতকগুলিতে হয় না, এমন কি আরো বড়ো কথা, এমন সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে যার কতকগুলো পয়েন্টে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির বিশেষজ্ঞের অভিমত দরকার আবার কতকগুলো পয়েন্টে দরকার হয় না, তখন আমার ধারণা যে বর্তমান মুহূর্তে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির এক্তিয়ার বাড়ানোর দিকে পদক্ষেপ করা উচিত।

এই পদক্ষেপটা আমি এইভাবে ভাবছি যে, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির সিদ্ধান্ত যেন সাধারণ সোভিয়েত পদ্ধতিতে নাকচ হতে না পারে, তার পুনঃসিদ্ধান্তের জন্য যেন একটা বিশেষ পদ্ধতির দরকার হয়, যেমন, সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির অধিবেশনে প্রশ্নটি পেশ করা, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির ও সিদ্ধান্তটি বর্জনীয় কিনা তা বিচারের জন্য বিশেষ কতকগুলি নিয়মাবলীর

ভিত্তিতে রিপোর্ট রচনাসহ বিশেষ নির্দেশ অনুসারে প্রশ্নটির পুনঃসিদ্ধান্তের প্রস্তুতি, এবং শেষত, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির প্রশ্নে পুনঃসিদ্ধান্তের জন্য বিশেষ সময় সীমা ধার্য করা ইত্যাদি।

এই দিক থেকে আমার ধারণা কমরেড ত্রৎস্কির মতে সায় দেওয়া যায় ও উচিত, কিন্তু, আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে বিশেষ কোনো একজনকে, অথবা জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদের সভাপতিকে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি করা হবে ইত্যাদি অর্থে নয়। আমার মনে হয় এ ক্ষেত্রে নীতিগত প্রশ্নের সঙ্গে বর্তমান মুহূর্তে ব্যক্তির প্রশ্ন খুবই নিবিড়ভাবে জড়িত। আমার ধারণা, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি কমরেড ত্রজিজানভস্কি ও তার সহসভাপতি কমরেড পিয়াতাকভের বিরুদ্ধে বর্তমানে যেসব আক্রমণ শোনা যাচ্ছে,—উভয় দিক থেকে তা এমনভাবে চছে যে একদিকে আমরা বড়ো বেশি নরমপন্থা, স্বাবলম্বনহীনতা, মেরুদণ্ডহীনতার অভিযোগ শুনছি, অন্যদিকে শুনি বড়ো বেশি রূঢ়তা, হাবিলদারি, পাকাপোক্ত বৈজ্ঞানিক প্রস্তুতির অপ্রতুলতা, ইত্যাদির অভিযোগ,— তাতে আমার মনে হয় এসব আক্রমণে প্রশ্নটির দুই দিক চরম মাত্রায় অতিরঞ্জিত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে, আসলে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটিতে আমাদের দরকার দুই ধরনের চরিত্রের সম্মিলন, যার একটির আদর্শ হতে পারে পিয়াতাকভ, অন্যটির ক্র্জিজানভস্কি।

আমার ধারণা রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির নেতৃত্বে থাকা উচিত এমন লোক, যার একদিকে টেকনলজি, অথবা কৃষিবিদ্যায় বৈজ্ঞানিক শিক্ষা আছে, সেই সঙ্গে আছে টেকনলজি অথবা কৃষিবিদ্যার ক্ষেত্রে বহুদশকের বৃহৎ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা। আমার ধারণা, এরূপ লোকের প্রশাসনিক কৃতিত্ব ততটা নয়, যতটা থাকা উচিত ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং লোককে টেনে আনার ক্ষমতা।

লেনিন

২৭. ১২. ২২
শ্রুতিলিপি নেন ম. ভ.

৫

রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির
সিদ্ধান্তের বিধানপ্রণয়নী ক্ষমতা
প্রসঙ্গে পত্রটির পূর্বানুবর্তন।
২৮. ১২. ২২

রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের পরিচালনায় নির্ধারক প্রভাবপাতে সক্ষম আমাদের কমরেডদের কয়েকজনের মধ্যে আমি প্রশাসনিক দিকটা নিয়ে বাড়াবাড়ি লক্ষ করেছি, স্বক্ষেত্রে ও স্বকালে ওটা অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক দিকটার সঙ্গে, ব্যাপক বাস্তবতার ওপর দখল, লোক আকর্ষণের ক্ষমতা ইত্যাদির সঙ্গে তা গুলিয়ে ফেলার প্রয়োজন নেই।

যে কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটিতে এই দুটি গুণের সম্মিলন প্রয়োজন এবং কমরেড ক্র্জিজানভস্কি যখন আমায় বলেন যে, তিনি পিয়াতাকভকে রাষ্ট্রয় পরিকল্পনা কমিটিতে নিয়ে এসেছেন ও তাঁর সঙ্গে কাজের কথা ঠিক করে নিয়েছেন, তখন আমি তাতে সম্মতি দেবার সময় একদিকে মনে মনে খানিকটা সংশয় রেখেছিলাম এবং অন্যদিকে এই আশাও করেছিলাম যে এক্ষেত্রে উভয় ধরনের রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের সম্মিলন পাওয়া যাবে। এ আশা সফল হল কিনা তার জন্য এখন অপেক্ষা করতে হবে ও দেখতে হবে দীর্ঘতর অভিজ্ঞতা থেকে, কিন্তু আমার ধারণা নীতির দিক থেকে কোনো সন্দেহই নেই যে চরিত্র ও টাইপের (ব্যক্তি, গুণাবলী) এরূপ সম্মিলন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সঠিক কাজের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয়। আমার ধারণা, এক্ষেত্রে ‘প্রশাসনপনার’ বাড়াবাড়ি সাধারণভাবে যে কোনো বাড়াবাড়ির মতোই ক্ষতিকর। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের থাকা উচিত নিজের পাশে লোক টেনে আনতে পারার উচ্চ সামর্থ্য এবং তাদের কাজ যাচাইয়ের মতো যথেষ্ট

পাকাপোক্ত বৈজ্ঞানিক ও টেকনিকাল জ্ঞান। এটা হল মূল কথা। তাছাড়া কাজ সঠিক চলবে না। অন্যদিকে, সে যাতে প্রশাসন চালাতে পারে, এবং এ ব্যাপারে তার যোগ্য সহায়ক বা সহায়কবৃন্দ থাকে সেটাও খুবই জরুরী। একই ব্যক্তির মধ্যে এই দুই গুণের মিলন বড়ো একটা সম্ভব হবে না, তার বড়ো একটা আবশ্যকও হবে না।

লেনিন

শ্রুতিলিপি নেন ল. ফ.
২৮. ১২. ২২

৬

রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটি
প্রসঙ্গে নোটের পূর্বানুবর্তন।
২৯শে ডিসেম্বর, ১৯২২

দেখে মনে হয় রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটি আমাদের এখানে সবদিক দিয়ে বিশেষজ্ঞের কমিশন রূপে বিকশিত হচ্ছে। এরূপ প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে বৃহৎ অভিজ্ঞতা ও টেকনলজির ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীন বৈজ্ঞানিক শিক্ষাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকলে হয় না। প্রশাসক শক্তিটার এক্ষেত্রে হওয়া উচিত মূলত সম্পূরক। রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির খানিকটা স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানটির কর্তৃত্বের দিক থেকে বাধ্যতামূলক ও তার শর্ত কেবল একটি, যথা : তার কর্মীদের বিবেকবত্তা এবং আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নির্মাণের পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য তাদের সবিবেকী প্রচেষ্টা।

এই শেষ গুণটি বলাই বাহুল্য বর্তমানে মেলা সম্ভব কেবল ব্যতিক্রম হিসেবে, কেননা যে সব বিজ্ঞানীদের নিয়ে স্বভাবতই রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত তাদের বিপুল অধিকাংশই অনিবার্যই বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি ও বুর্জোয়া সংস্কার সংক্রামিত। এই দিক থেকে তাদের যাচাই করাটা হওয়া উচিত কয়েকজন ব্যক্তির কাজ, তারা রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির সভাপতিমণ্ডলী গঠন করতে পারে; তাদের হতে হবে কমিউনিস্ট এবং সমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া বিজ্ঞানীদের আনুগত্যের মাত্রার ওপর, তাদের বুর্জোয়া কুসংস্কার বর্জনের ওপর, সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাদের ক্রমিক উত্তরণের ওপর দিনের পর দিন তারা নজর রাখবে। বিশুদ্ধ প্রশাসনমূলক কাজের সঙ্গে এরূপ বৈজ্ঞানিক যাচাইয়ের দ্বৈত কাজ হওয়া উচিত আমাদের প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির পরিচালকদের আদর্শ।

লেনিন

শ্রুতিলিপি নেন ম. ভ.
২৯শে ডিসেম্বর, ২২

রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটি যে কাজ চালাচ্ছে সেটাকে আলাদা আলাদা দায়িত্বে ভাগ করে দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত? বরং স্থায়ী বিশেষজ্ঞদের মণ্ডলী গড়ে তোলার চেষ্টা করাই কি আমাদের উচিত নয়, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির সভাপতিমণ্ডলী যাদের নিয়মিতভাবে যাচাই করে দেখবে ও সেই কমিটির এক্তিয়ারাধীন সমস্ত প্রশ্নের ওপর যারা সিদ্ধান্ত নিতে পারবে? আমার ধারণা শেষেরটাই যুক্তিযুক্ত এবং এক একটা সাময়িক ও জরুরী দায়িত্বের সংখ্যা কমানোর জন্য চেষ্টা করা উচিত।

লেনিন

২৯শে ডিসেম্বর, ২২
শ্রুতিলিপি নেন ম. ভ.
প্রথম ছাপা হয় ১৯৫৬ সালে
৯ নং ‘কমিউনিস্ট’ পত্রিকায়

নোটের পূর্বানুবর্তন

২৯শে ডিসেম্বর, ১৯২২

(কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির অনুচ্ছেদ প্রসঙ্গে)

আমার মতে, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করার সময় সেই সঙ্গে, বলতে কি, প্রধানত, আমাদের যন্ত্রটির যাচাই ও উন্নয়নে ব্যাপৃত থাকা উচিত—ওটি একেবারে একেজো। এর জন্য উচ্চশিক্ষিত বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগাতে হবে এবং সেসব বিশেষজ্ঞ সরবরাহের দায়িত্ব থাকা উচিত শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের উপর।

যাচাইয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট-জ্ঞানসম্পন্ন এই সব বিশেষজ্ঞদের এবং কেন্দ্রীয় কমিটির এই সব নতুন সদস্যদের কীভাবে মেলাতে হবে, এ কাজটার সমাধান হওয়া উচিত ব্যবহারিকভাবে।

আমার মনে হয় যে শ্রমিক কৃষক পরিদর্শন থেকে (নিজের বিকাশের ফলে এবং সে বিকাশ প্রসঙ্গে আমাদের হতবুদ্ধিতার ফলে) পরিণামে তাই ঘটেছে যা আমরা এখন দেখছি, যথা : একটা বিশেষ জনকমিশার দপ্তর থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের বিশেষ কাজের দিকে, সবার ও সবকিছুর পরিদর্শন করা একটা প্রতিষ্ঠান থেকে সংখ্যায় অনতিবহুল কিন্তু প্রথম শ্রেণীর পরিদর্শকদের একটা সমাহারের দিকে উৎক্রমণমূলক একটা অবস্থান, এই পরিদর্শকদের ভালো বেতন দেওয়া উচিত (আমাদের বৈতনিকতার যুগে, এবং বিশেষ করে যেসব প্রতিষ্ঠান বেশি বেতন দেয়, পরিদর্শকেরা সেখানেই কাজ নেয়, এই পরিস্থিতিতে এটা বিশেষ আবশ্যক)।

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসংখ্যা যদি যথোচিত বাড়ানো হয় এবং তারা যদি শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের এই রূপ উচ্চগুণসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ ও সর্বশাখাতেই উচ্চপ্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সভ্যদের সাহায্যে বছরের পর বছর রাষ্ট্রপরিচালনার পাঠ নেয়, তাহলে আমার ধারণা এই যে কাজটা আমরা এতকাল করে উঠতে পারি নি তা সাফল্যের সঙ্গে সাধন করা যাবে।

অর্থাৎ, মোট কথা—কেন্দ্রীয় কমিটির ১০০ জন পর্যন্ত সদস্য এবং তাদের অনুর্ধ্ব ৪০০—৫০০ জন সহায়ক, শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের সদস্য, যারা এদের নির্দেশ অনুসারে পরিদর্শন চালাবে।

লেনিন

২৯শে ডিসেম্বর, ২২
শ্রুতিলিপি নেন ম. ভ.
প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে
৯ নং ‘কমিউনিস্ট’ পত্রিকায়

নোটের পূর্বানুবর্তন

৩০শে ডিসেম্বর, ১৯২২

জাতিসত্তাসমূহের অথবা ‘স্বায়ত্তশাসনীভূতির’ সমস্যা (৪)

স্বায়ত্তশাসনীভূতির (৫) যে কুখ্যাত ব্যাপারটাকে মনে হচ্ছে সরকারিভাবে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়নের প্রশ্ন বলে অভিহিত করা হচ্ছে, তাতে যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়ে এবং যথেষ্ট তীব্রভাবে হস্তপেক্ষ না করায় রাশিয়ার শ্রমিকদের কাছে আমার নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে।

গ্রীষ্মে যখন সমস্যাটি ওঠে তখন আমি অসুস্থ ছিলাম, তারপর শরতে আমি বড়ো বেশি ভরসা করেছিলাম আরোগ্যলাভ করব এবং অক্টোবর ও ডিসেম্বরের পূর্ণ অধিবেশনে এ প্রশ্নে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাব। যাই হোক, অক্টোবরের পূর্ণ অধিবেশনে (যখন এ প্রশ্নটা আসে) এবং ডিসেম্বরেও আমি উপস্থিত থাকতে পারি নি এবং এই ভাবে প্রশ্নটা থেকে আমি প্রায় পুরোপুরি বাদ পড়ে যাই।

কমরেড জের্জিনস্কির সঙ্গে কেবল আমার আলোচনার সুযোগ হয়েছিল, উনি ককেশাস থেকে এসেছিলেন এবং বলছিলেন জর্জিয়ায় অবস্থাটা কী। কমরেড জিনোভিয়েভের সঙ্গেও কিছু কথাবার্তার সময় পেয়েছিলাম এবং এই বিষয়ে আমার আশঙ্কার কথা তাঁকে জানিয়েছিলাম। জর্জীয় ঘটনার 'তদন্তের' জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রেরিত কমিশনের নেতা ছিলেন জের্জিনস্কি। তিনি আমায় যা বললেন তা থেকে কেবল প্রবলতম শঙ্কাই আমার হয়। ঘটনা যদি এই দাঁড়িয়ে থাকে যে ওর্জনিকিজে দৈহিক বল প্রয়োগ পর্যন্ত এগিয়ে থাকেন, কমরেড জের্জিনস্কি আমায় তাই জানান, তাহলে কল্পনা করতে অসুবিধা হয় না কী পাঁকে আমরা পড়েছি। স্পষ্টতই 'স্বায়ত্তশাসনীভূতির' সমস্ত ব্যাপারটাই হল আমূল ভ্রান্ত এবং অকালোপযোগী।

বলা হয়, শাসনযন্ত্রের ঐক্য দরকার। কিন্তু তার দাবি আসছে কোথা থেকে? সে কি আসছে না সেই একই রুশীয় যন্ত্র থেকে, যা,—আমার দিনলিপির অন্য একটা পূর্ববর্তী অংশে তা দেখিয়েছি,—আমরা জারতন্ত্রের কাছ থেকে পেয়ে সোভিয়েত তুলির কয়েক পোঁচ চুণকাম দিয়ে নিয়েছি?

কোনো সন্দেহ নেই যে, আমাদের যন্ত্রটাকে আমাদেরই যন্ত্র বলে নিশ্চয়তা দিতে না পারা পর্যন্ত এ ব্যবস্থাটাকে একটু সবুর করানো উচিত ছিল। কিন্তু এখন, বিবেকের কাছে, আমাদের বিপরীতটাই স্বীকার করতে হবে, আমরা যে যন্ত্রটাকে আমাদের বলছি সেটা বস্তুত এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে রীতিমতো বিজাতীয়, সেটা হল বুর্জোয়া ও জারতন্ত্রী একটা খিচুড়ি, অন্যান্য দেশ থেকে সাহায্য না পাওয়ায় এবং অধিকাংশ সময় সামরিক প্রতিরোধে এবং দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে 'ব্যস্ত' থাকায় এই পাঁচ বছরে সে যন্ত্রটা ঢেলে সাজা কোনোক্রমেই সম্ভব ছিল না।

এই অবস্থায় খুবই স্বাভাবিক, 'ইউনিয়ন থেকে সবরেিয়ে যাবার স্বাধীনতার' যে কথা বলে আমরা নিজেদের যৌক্তিকতা দেখাচ্ছি সেটা নিতান্তই একটা চোঁতা কাগজ হয়ে থাকবে, খাঁটি রুশী আমলাতান্ত্রিকেরা যা সেই আসল রুশী লোকটা, সেই বড়ো-রুশী, সেই উগ্রজাতিবাদী, মূলত একটা বদমাইস আর জোর জুলুমের সেই ভক্তটির আক্রমণ থেকে অ-রুশীকে তা রক্ষা করতে অসমর্থ। সোভিয়েত ও সোভিয়েত-ভূত মজুরদের নগণ্য ভগ্নাংশটা যে সেই উগ্রজাতিবাদী বড়ো-রুশী ইতর দলের মধ্যে দুধে পড়া মাছির মতো তলিয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নাই।

এ ব্যবস্থার সমর্থনে বলা হচ্ছে যে, সরাসরি জাতীয় মনস্তত্ত্ব, জাতীয় শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনকমিশার দপ্তরগুলিকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে : এই জনকমিশার দপ্তরগলিকে সম্পূর্ণ আলাদা করা কি সম্ভব? এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন : খাঁটি রুশী দের্জিমর্দার বিরুদ্ধে অপরাপর জাতিসত্তাগলির লোকেদের সত্যি করে রক্ষার জন্য ব্যবস্থা কি আমরা যথেষ্ট ভেবে চিন্তে গ্রহণ করেছি? আমি মনে করি সে রকম ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করি নি, যদিও তা করতে পারতাম এবং করা উচিত ছিল।

আমার ধারণা, স্তালিনের প্রশাসনিক উৎসাহ ও তাড়াহুড়ো এবং কুখ্যাত 'সমাজতন্ত্রী-জাতীয়তাবাদের' বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্বেষ এ ক্ষেত্রে একটা মারাত্মক ভূমিকা নিয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে বিদ্বেষ সাধারণতই একটি অতি খারাপ জিনিস।

এও আমার আশঙ্কা যে ঐ সব 'সমাজতন্ত্রী-জাতীয়তাবাদীদের' 'অপরাধের' তদন্ত করার জন্য ককেশাসে গিয়ে জের্জিনস্কি তাঁর খাঁটি রুশী মানসিক গঠনের জন্য খ্যাতিলাভ করেছেন (অন্য জাতির যে লোকেরা রুশীভূত হয়ে যায়, তারা যে তাদের রুশী মানসিকতায় খাঁটি রুশকেও ছাড়িয়ে যায় তা জানা কথা) এবং তাঁর সমগ্র কমিশনের নিরপেক্ষতার অতি প্রতিভূস্থানীয় ঘটনা হল ওর্জনিকিজের 'মারধোর'। আমার মতে, যত প্ররোচনা এমনকি অপমানও করা হোক না কেন তাতে ঐ রুশী মারধোর করার ন্যায্যতা প্রমাণিত হয় না এবং এ মারধোরের প্রতি লঘু মনোভাব গ্রহণ করে জের্জিনস্কি অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন।

ককেশাসের সমস্ত নাগরিকদের ওপর ওর্জনিকিজে ছিলেন কর্তা। তিনি এবং জের্জিনস্কি যার উল্লেখ করেছেন সে-রূপ ক্রোধপ্রকাশের কোনো অধিকার তাঁর ছিল না। বরং সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে যা দাবি করা যায় না, 'রাজনৈতিক' অপরাধে অভিযুক্তের কাছ থেকে যা আরো দাবি যায় না, সেই রকম একটা সংযমের সঙ্গেই তাঁর আচরণ করা উচিত ছিল। এবং উক্ত 'সমাজতন্ত্রী-জাতীয়তাবাদীরা' হল মূলত সেইরকম নাগরিক, যাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। এবং অভিযোগ সংক্রান্ত ঘটনাবলী থেকে এটাকে আর অন্য কোনোভাবে বর্ণনা করা যায় না।

এ ক্ষেত্রে একটা গুরুতর নীতিগত প্রশ্ন উঠছে : আন্তর্জাতিকতাবাদকে* আমরা কী ভাবে বুঝব?

লেনিন

৩০. ১২. ২২

শ্রুতিলিপি নেন ম. ভ.

*এর পর স্টেনোগ্রাফারের নোটে এই বাক্য বাদ পড়েছে : 'আমার ধারণা আমাদের কমরেডরা এই গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত প্রশ্ন যথেষ্ট বুঝে দেখেন নি'।—সম্পাঃ

নোটের পূর্বানুবর্তন

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯২২

জাতিসত্তাসমূহের অথবা 'স্বায়ত্তশসনীভূতির' সমস্যা
(পূর্বানুবর্তন)

জাতীয় সমস্যা বিষয়ে আমার রচনায় আমি এর আগেই লিখেছিলাম যে বিমূর্তভাবে জাতীয়তাবাদের সমস্যার উত্থাপন কোনো কাজের নয়। নিপীড়ক ও নিপীড়িত জাতির জাতীয়তাবাদের মধ্যে, একটা বড়ো জাতি ও একটা ছোটো জাতির জাতীয়তাবাদের মধ্যে তফাৎ করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় ধরনের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আমরা বৃহৎ জাতির লোকেরা ঐতিহাসিক আচরণে অসংখ্য অত্যাচার ও অপমানেরজন্য চিরকাল অপরাধী শুধু তাই নয়, অসংখ্য অত্যাচার ও অপমান করি নিজেদের অলক্ষ্যেই। আমার ভলগা স্মৃতিকাহিনী স্মরণ করলেই বোঝা যাবে কী ভাবে অ-রুশেদের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়, কী ভাবে পোলীয়দের 'পোলীয়াচিশকা' ছাড়া অন্য নামে ডাকা হয় না, তাতারদের কী ভাবে বিদ্রূপ করা হয় কেবল 'শাহজাদা' বলে, উক্রেনীয়দের 'খখল', জর্জীয় ও অন্যান্য ককেশীয় জাতিদের 'কাপকাজি' বলে।

সেইজন্য নিপীড়ক বা 'বৃহৎ' বলে যাদের বলা হয় (যদিও তারা বৃহৎ কেবল অত্যাচার করতে, বৃহৎ কেবল বৃহৎ দের্জিমর্দার মতো) সেই সব জাতির পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিকতাবাদ বলতে শুধু জাতিসমূহের আনুষ্ঠানিক সমানাধিকার পালন করলেই হবে না, বাস্তব জীবনে যে বৈষম্য বর্তমান তার ক্ষতিপূরণ করার জন্য নিপীড়ক জাতিটির দিক থেকে, বৃহৎ জাতিটির দিক থেকে নিজেদের প্রতি বৈষম্যও মেনে নিতে হবে। এ কথা যে বোঝে না সে জাতীয় সমস্যা প্রসঙ্গে সত্যকার প্রলেতারীয় দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করতে পারে নি, সে এখনো মূলত পেটি বুর্জোয়ার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আছে এবং সেই কারণে অনবরত বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গিতে পিছলে না পড়ে পারে না।

প্রলেতারিয়েতের পক্ষে কোনটা জরুরী? প্রলেতারীয় শ্রেণী-সংগ্রামে অ-রুশীয়দের যথাসম্ভব আস্থা অর্জন নিশ্চিত করা প্রলেতারিয়েতের পক্ষে শুধু জরুরী নয়, নিতান্ত অবশ্যকর্তব্য। তার জন্য কী প্রয়োজন? শুধু আনুষ্ঠানিক সমানাধিকার নয়। 'অধিপতি' জাতির সরকার কর্তৃক ঐতিহাসিক অতীতে তারা যে অবিশ্বাস, সন্দেহ, অপমানের লক্ষ্য হয়েছিল তার জন্য কোনো না কোনো ভাবে, আচরণ দিয়ে বা অ-রুশীদের প্রতি সুবিধা দিয়ে ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

বলশেভিকদের কাছে, কমিউনিস্টদের কাছে আরো বিশদ করে কথাটা ব্যাখ্যা করার দরকার নেই বলে আমার ধারণা। এবং আমি মনে করি, বর্তমান ক্ষেত্রে জর্জীয় জাতির বেলায়, এ বিষয়ে খাঁটি প্রলেতারীয় মনোভাবের জন্য গভীর সতর্কতা, মনোযোগ ও নমনীয়তা যে দরকার তার একটা প্রতিভূস্থানীয় উদাহরণ পাচ্ছি। ব্যাপারটার এই দিকটা যে জর্জীয় অবহেলা করে, তাচ্ছিল্যভরে 'সমাজতন্ত্রী-জাতীয়তাবাদের' জন্য গালি দিয়ে বেড়ায় (অথচ এক খাঁটি ও সত্যকার 'সমাজতন্ত্রী-জাতীয়তাবাদী' এমনকি এক ইতর বড়ো-রুশী দের্জিমর্দা সে নিজেই) সে জর্জীয় মূলত প্রলেতারীয় শ্রেণী সংহতির স্বার্থ লঙ্ঘন করছে, কেননা প্রলেতারীয় শ্রেণী সংহতির বিকাশ ও শক্তিবৃদ্ধি জাতিগত অবিচারে যত ব্যাহত হয়, এমন আর কিছুতে নয়। সমানাধিকারের অনুভূতি এবং নিতান্ত অবহেলা বশেই হোক বা তামাসা করেই হোক, সে সমানাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কে, তাদের প্রলেতারীয় ভাইদের দ্বারা সে লঙ্ঘনের প্রতি 'আহত' জাতির লোকেরা যতটা স্পর্শকাতর এমন আর কিছুতেই নয়। সেইজন্যই এ ক্ষেত্রে জাতীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি নমনীয়তা ও সহনশীলতা প্রদর্শনের বেলায় কমতির চেয়ে বাড়াবাড়ি ভালো। সেইজন্যই এ ক্ষেত্রে প্রলেতারীয় সংহতি এবং সুতরাং প্রলেতারীয় শ্রেণী-সংগ্রামের মৌলিক স্বার্থের জন্য আমাদের প্রয়োজন জাতীয় সমস্যার প্রতি একটা আনুষ্ঠানিক মনোভাব কদাচ গ্রহণ না করে সর্বদাই নিপীড়ক (বা বৃহৎ) জাতির প্রতি নিপীড়িত (বা ক্ষুদ্র) জাতির প্রলেতারীয়দের বিশেষ মনোভাবটা হিসাবে রাখা।

লেনিন

শ্রুতিলিপি নেন ম. ভ.
৩১. ১২. ২২

নোটের পূর্বানুবর্তন
৩১শে ডিসেম্বর, ১৯২২
বর্তমান পরিস্থিতিতে কী কী ব্যবহারিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার ?

প্রথমত, সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়নকে বজায় রাখতে ও শক্তিশালী করতে হবে। তাতে কোনো সন্দেহই নেই। বিশ্ব বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং তার চক্রান্তের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য এই ব্যবস্থাটা যেমন আমাদের জন্য দরকার তেমনি দরকার বিশ্বের কমিউনিস্ট প্রলেতারিয়েতের জন্য।

দ্বিতীয়, কূটনীতিক যন্ত্রটার দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়ন অক্ষুণ্ণ রাখা দরকার। প্রসঙ্গত, আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে এই যন্ত্রটা অসাধারণ। পুরনো জারতন্ত্রী যন্ত্রে যার একটুকু প্রভাব ছিল এমন কোনো লোককে আমরা এ যন্ত্রের মধ্যে ঢুকতে দিই নি। এর কর্তৃপক্ষস্থানীয় সকলেই কমিউনিস্ট। সেই কারণেই ইতিমধ্যেই একটা বিশ্বস্ত কমিউনিস্ট যন্ত্র হিসাবে এর নাম হয়েছে (নির্ভয়ে তা বলতেই হবে)—অন্যান্য জনকমিশার দপ্তরে সেকেলে জারতন্ত্রী, বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া যে সব ব্যক্তিদের নিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে তা থেকে এ যন্ত্রটি চূড়ান্তরকমে শুদ্ধীকৃত।

তৃতীয়ত, কমরেড ওর্জনিকিজেকে দৃষ্টান্তস্থানীয় শাস্তি দিতে হবে (এ কথা বলছি আমি অধিকতর খেদের সঙ্গে এই কারণে যে আমি তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুদের অন্যতম, প্রবাসে তাঁর সঙ্গে একত্রে কাজ করেছি) এবং জের্জিনস্কি-র কমিশন তদন্তের যে সব মালমশলা জোগাড় করেছে সে কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে, কিংবা প্রভূত পরিমাণ অন্যায় ও পক্ষপাতদুষ্ট বিচার তাতে যা নিঃসন্দেহে আছে তা সংশোধন করার জন্য ফের সে তদন্ত করতে হবে। এই সমস্ত খাঁটি বড়ো-রুশী জাতীয়তাবাদী অভিযানের জন্য অবশ্যই স্তালিন ও জের্জিনস্কিকে রাজনৈতিকভাবে দায়ী হতে হবে।

চতুর্থত, আমাদের ইউনিয়নে জাতীয় প্রজাতন্ত্রগুলিতে জাতীয় ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে কড়া নিয়মাবলী প্রবর্তন করতে হবে, বিশেষ সাবধানে এই নিয়মাবলী খতিয়ে দেখে নিতে হবে। আমাদের যন্ত্রটা যা, তাতে নিঃসন্দেহে রেল সার্ভিস, রাজস্ব ইত্যাদির ঐক্যের অজুহাতে একরাশ খাঁটি রুশী

ব্যভিচার ঘটতে বাধ্য। এই ব্যভিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন, সে সংগ্রাম যাঁরা গ্রহণ করবেন তাঁদের দিক থেকে বিশেষ অকপটতার কথা তো তোলাই বাহুল্য। এখানে একটা বিশদ বিধিকানুনের প্রয়োজন এবং তা কিছুটা সফলভাবে রচনা হতে পারে কেবল সংশ্লিষ্ট প্রজাতন্ত্রটির অধিবাসী জাতির লোকদের দ্বারাই। অথচ আগে থেকেই আমরা কোনোক্রমেই এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি না যে আমাদের কাজের ফলে পরবর্তী সোভিয়েত কংগ্রেসে আমরা পেছিয়ে যাব না, অর্থাৎ কেবল সামরিক ও কূটনৈতিক ব্যাপারে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়ন বজায় রেখে অন্যান্যসমস্ত ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনকমিশারিয়েতগুলির পূর্ণ স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করব।

মনে রাখতে হবে যে জনকমিশারিয়েতগুলির বিকেন্দ্রীকরণ এবং মস্কো ও অন্যান্য কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগের অভাব যথেষ্ট পূরণ করে নেওয়া যেতে পারে পার্টি কর্তৃত্বের দ্বারা, যদি তা প্রযুক্ত হয় যথেষ্ট বিবেচনা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে। রুশীয় যন্ত্রটির সঙ্গে জাতীয় যন্ত্রগুলির সংযোগের অভাবে ফলে যে ক্ষতি হবে সেটা অন্য ক্ষতিটার চেয়ে অশেষ কম, এবং সে ক্ষতিটা শুধু আমাদেরই নয়, সমস্ত আন্তর্জাতিকের, আমাদের পেছু পেছু অদূর ভবিষ্যতে ঐতিহাসিক মঞ্চের সামনে যারা আসতে বাধ্য সেই কোটি কোটি এশীয় জনগণেরও। এ এক ক্ষমাহীন সুবিধাবাদ হবে যদি আমরা প্রাচ্যের এই সংগ্রামের পূর্বে, তার জাগরণের প্রারম্ভে, তাদের ওপর আমাদের প্রভাব ক্ষতিগ্রস্ত করি আমাদের নিজ জাতিসত্তাগুলির প্রতি ন্যূনতম রূঢ়তা ও অন্যায় প্রদর্শন করে। পুঁজিবাদী বিশ্বের যারা সংরক্ষক পশ্চিমের সেই সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সমাবেশ গঠনের প্রয়োজনীয়তা এক জিনিস। সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না এবং সে বিষয়ে আমার সর্তহীন অনুমোদনের কথা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু আমরা যখন নিজেরাই নিপীড়িত জাতিগুলির প্রতি সাম্রাজ্যবাদী সম্পর্কের কবলিত হই, তা সে যত তুচ্ছ ব্যাপারেই হোক না কেন, তখন সে অন্য জিনিস, — এইভাবে আমাদের নীতির সমস্ত অকপটতা, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত নীতিগত সমর্থনের ক্ষতি করি আমরা। অথচ বিশ্ব ইতিহাসে আগামী কালই এমন একটা সময় আসবে যখন সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক নিপীড়িত উদ্বুদ্ধ জনগণ পুরোপুরি জেগে উঠবে এবং শুরু হবে তাদের মুক্তির দীর্ঘ, চূড়ান্ত, কঠিন সংগ্রাম।

লেনিন

৩১. ১২. ২২
শ্রুতিলিপি নেন ম. ভ.
প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে
৯ নং 'কমিউনিস্ট' পত্রিকায়

দিনলিপির পাতা (৬)

১৯২০ সালের গণনার ভিত্তিতে রুশ অধিবাসীদের সাক্ষরতার যে পুস্তিকা দিন কয়েক আগে প্রকাশিত হয়েছে ('রাশিয়ায় সাক্ষরতা', মস্কো, ১৯২২, কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা, জনশিক্ষা পরিসংখ্যান বিভাগ), সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা।

এই বইটি থেকে আহরণ করে নিচে ১৮৯৭ ও ১৯২০ সালের রুশ জনসাধারণের সাক্ষরতার একটি তালিকা তুলে দিচ্ছি :

	প্রতি হাজার জন পুরুষের মধ্যে সাক্ষর		প্রতি হাজর জন নারীর মধ্যে সাক্ষর		প্রতি হাজার জন অধিবাসীর মধ্যে সাক্ষর	
	১৮৯৭	১৯২০	১৮৯৭	১৯২০	১৮৯৭	১৯২০
১। ইউরোপীয় রাশিয়া...	৩২৬	৪২২	১৩৬	২৫৫	২২৯	৩৩০
২। উত্তর ককেশাস...	২৪১	৩৫৭	৫৬	২১৫	১৫০	২৮১

৩। সাইবেরিয়া (পশ্চিম)...	১৭০ ৩০৭	৪৬ ১৩৪	১০৮ ২১৮
মোট	৩১৮ ৪০৯	১৩১ ২৪৪	২২৩ ৩১৯

আমরা যখন প্রলেতারীয় সংস্কৃতি নিয়ে, বুর্জোয়া সংস্কৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে বচন ঝাড়ছি, তখন বাস্তবে যে সংখ্যাত্য পাচ্ছি তাতে দেখা যাচ্ছে যে, এমন কি বুর্জোয়া সংস্কৃতির দিক থেকেও আমাদের হাল বড়ো খারাপ। দেখা গেল, যেটা আশা করাই উচিত ছিল যে, সার্বজনীন সাক্ষরতা থেকে আমরা এখনো অকে পেছিয়ে, এবং জার আমলের সময় (১৮৯৭) থেকে আমাদের যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে তাও খুবই মন্থর। 'প্রলেতারীয় সংস্কৃতির' মহাকাশে যারা ভেসে বেড়িয়েছে ও বেড়াচ্ছে, এটা তাদের পক্ষে একটা ভয়ঙ্কর সতর্কবাণী ও ভর্ৎসনার কাজ করে। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে পশ্চিম ইউরোপের সাধারণ সভ্য একটি রাষ্ট্রের মান অর্জন করতে হলে কী পরিমাণ একটানা গতরখাটুনি আমাদের এখনো চালাতে হবে। এ থেকে আরো দেখা যাচ্ছে, আমাদের প্রলেতারীয় সুকৃতিগুলির ভিত্তিতে সত্যিকারের কিছুটা পরিমাণ সাংস্কৃতিক মান অর্জন করতে হলে কী বিপুল কাজ এখনো আমাদের বাকি।

তবে এই তর্কাতীত কিন্তু বড়ো বেশি তাত্ত্বিক প্রতিপাদ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার দরকার নেই। দরকার মৌসিক বাজেটের আসন্ন পর্যালোচনার সময় আমরা যেন ব্যবহারিকভাবেও কাজটা হতে নিই। বলাই বাহুল্য, সর্বাগ্রে ব্যয় সংকোচ করতে হবে শিক্ষা জনকমিশারিয়েতে নয়, অন্যান্য দপ্তরে, যাতে খালাস-পাওয়া টাকাটা লাগানো যায় শিক্ষা জনকমিশারিয়েতের প্রয়োজনে। বর্তমানের মতো বছরে যখন আমাদের রুটির অপেক্ষাকৃত সুসংস্থান ঘটেছে, তখন শিক্ষকদের জন্য রুটির কোটা বাড়াতে কার্পণ্য করা উচিত নয়।

জনশিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে যে কাজ চলছে, তাকে সাধারণভাবে খুব সংকীর্ণ বলা চলে না। সাবেকী শিক্ষকদের কোটরচ্যুত করার জন্য, নতুন কর্তব্যে তাদের আকৃষ্ট করার জন্য, অধ্যাপনাবিদ্যার সমস্যাটাকে নতুনভাবে উপস্থাপনে তাদের আগ্রহান্বিত করে তোলার জন্য, ধর্মের মতো সমস্যায় তাদের আগ্রহী করার জন্য কাজ হচ্ছে মোটেই কম নয়।

কিন্তু প্রধান জিনিসটা আমরা করছি না। জনশিক্ষকদের যে উচ্চ মাত্রায় তুলতে না পারলে প্রলেতারীয়, এমনকি বুর্জোয়া, কোনো সংস্কৃতির কথাই ওঠে না, সেখানে তাদের তোলার জন্য আমরা যত্ন নিচ্ছি না, অথবা আদৌ পর্যাপ্ত কোনো যত্ন নিচ্ছি না। প্রশ্নটা হওয়া উচিত আধা-এশীয় সেই সংস্কৃতিহীনতা নিয়ে, যা থেকে আমরা আজো পর্যন্ত মুক্তি পাই নি, এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা ছাড়া মুক্তি পেতে পারি না, যদিও সে মুক্তি পাওয়া সম্ভব, কেননা সত্যকার সংস্কৃতির জন্য আমাদের দেশে জনগণ যে পরিমাণ সতৃষ্ণ তা আর কোথাও দেখা যায় না, এ সংস্কৃতির সমস্যাটা আমাদের দেশে যতটা গভীর ও সুসঙ্গতভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে তেমন আর কোথাও হয় না, আর কোথাও, কোনো একটা দেশেও রাষ্ট্রক্ষমতা যায় নি শ্রমিক শ্রেণীর হাতে, যারা ব্যাপকভাবেই তাদের, সংস্কৃতির কথা ছেড়ে দিচ্ছি, তাদের সাক্ষরতার ঘাটতিটা চমৎকারই বোঝে, এদিক থেকে নিজেদের হাল উন্নত করার জন্য আমাদের এখানকার মতো এতটা আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত থাকতে আত্মোৎসর্গ করতে তাদের আর কোথাও দেখা যায় না।

সর্বাগ্রে প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদা মেটানোর দিকে আমাদের গোটা রাষ্ট্রীয় বাজেটটাকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য আমাদের এখানে কাজ হচ্ছে খুবই কম, অসম্ভব কম। এমন কি আমাদের শিক্ষা জনকমিশারিয়েতের অধীনেও অতি প্রায়শই এক একটা রাষ্ট্রীয় প্রকাশভবনের বেয়াড়া রকমের কর্মচারীবাহুল্য চোখে পড়ে, অথচ রাষ্ট্রের প্রথম দায়িত্ব যে হওয়া উচিত প্রকাশভবন নিয়ে নয়, পড়বার মতো কেউ যেন থাকে, পঠনক্ষমদের সংখ্যা যেন বেশি হয়, যাতে ভবিষ্যৎ রাশিয়ায় প্রকাশনের রাজনৈতিক পরিধি বেড়ে উঠে, তা নিয়ে কোনোই মাথাব্যথা নেই। জন সাক্ষরতার সাধারণ

রাজনৈতিক প্রশ্নের চেয়ে প্রকাশভবনের মতো যান্ত্রিক প্রশ্নে সাবেকী (খারাপ) অভ্যাসবশত আমরা খুব বেশি সময় ও শক্তি ব্যয় করছি।

যদি প্রধান বৃত্তিশিক্ষা দপ্তর ধরি, তাহলে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এখানেও অবান্তর, বিভাগীয় স্বার্থে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলা এমন অনেক কলকারখানার তরুণদের শিক্ষা প্রথমে উন্নীত করা ও তার একটা ব্যবহারিক খাত কাটার ন্যায্য বাসনা দিয়েই প্রধান বৃত্তিশিক্ষা দপ্তরের সবকিছুই মোটেই সঙ্গত প্রতিপন্ন হয় না। প্রধান বৃত্তিশিক্ষা দপ্তরের স্টাফকে যদি মন দিয়ে নজর করি, তাহলে এদিক থেকে সেখানে অনেক কিছুই দেখা যাবে ফোলানো ফাঁপানো, অবাস্তব, যা ছেঁটে দেওয়া উচিত। জনগণের সাক্ষরতা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্রে এখনো অনেক কিছুতেই ব্যয় সংকোচ করা সম্ভব ও করতে হবে যত রকম আধা-নবাবী ধাঁচের খেলনা অথবা এমন প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে, যা ছাড়াই, পরিসংখ্যানে গণ সাক্ষরতার যে পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে তাতে এখনো চালিয়ে নেওয়া সম্ভব এবং অনেক দিন ধরেই চালিয়ে নেওয়া সম্ভব থাকবে ও চালাতে হবে।

আমাদের এখানে জনশিক্ষকদের এমন উচুঁতে তুলতে হবে যেখানে তারা কখনো ওঠে নি ও ওঠে না, এবং উঠতে পারে না বুর্জোয়া সমাজে। এটা স্বতঃসিদ্ধ, প্রমাণের দরকার হয় না। এই অবস্থার দিকে আমাদের যেতে হবে তাদের আত্মিক উন্নয়ন এবং তাদের সত্যিকারের উচ্চ বৃত্তির জন্য সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি, এই উভয় লক্ষ্যেই এবং প্রধান, প্রধান, প্রধান কথাই হল তাদের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে নিয়মিত একটানা অধ্যবসায়ী কাজ চালিয়ে।

জনশিক্ষকদের সংগঠনের জন্য নিয়মিতভাবে আমাদের প্রচেষ্টা বাড়িয়ে তুলতে হবে, যাতে আজো পর্যন্ত তারা বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই যা হয়ে আছে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার তেমন এক স্তম্ভ থেকে তারা পরিণত হয় সোভিয়েত ব্যবস্থার স্তম্ভে, যাতে তাদের মারফত বুর্জোয়ার সঙ্গে জোট থেকে কৃষকদের ছিন্ন করেসামিল করা যায় প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে জোটে।

সংক্ষেপে বলি যে এদিক থেকে নিয়মিত গ্রামযাত্রার বিশেষ ভূমিকা থাকা চাই, এটা অবশয আমাদের এখানে ইতিমধ্যে চালু হয়েছে, তাকে সুপরিকল্পিতভাবে বাড়িয়ে তুলতে হবে। এই সফরগুলোর মতো ব্যবস্থায় টাকা দিতে কুণ্ঠা করা উচিত নয়, যে টাকা আমরা প্রায়ই খামোকা অপচয় করি প্রায় পুরোপুরি পুরনো ঐতিহাসিক একটা পর্বের রাষ্ট্রযন্ত্রের জন্য।

গ্রামবাসীদের জন্য শহুরে মজুরদের পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত কংগ্রেসে যে বক্তৃতাটা আমার দেওয়া হয়নি, তার জন্য আমি মালমসলা জোগাড় করেছিলাম। কিছু কিছু মালমসলা আমি পেয়েছিলাম কমরেড খদরোভস্কির কাছ থেকে, এবং প্রসঙ্গটা নিয়ে যেহেতু একটা বক্তব্য খাড়া করে সোভিয়েত কংগ্রেস মারফত তা প্রচার করা আমার হয়ে ওঠে নি, তাই এটা আমি এখন কমরেডদের কাছে পেশ করছি।

এখানে মূল রাজনৈতিক সমস্যাটা হল গ্রামের সঙ্গে শহরের সম্পর্ক নিয়ে, আমাদের সমগ্র বিপ্লবের পক্ষে যার তাৎপর্য নির্ধারক। রাষ্ট্রের খরচে এবং জারতন্ত্রী ও বুর্জোয়া পার্টিদের খরচে প্রকাশিত সমস্ত সাহিত্য কাজে লাগিয়ে বুর্জোয়ারাষ্ট্র যেক্ষেত্রে তার সমস্ত উদ্যোগ নিয়মিতভাবে নিয়োগ করে শহরের মজুরদের বিমূঢ় করে রাখার জন্য, সেক্ষেত্রে শহুরে মজুরদের সত্যসতই গ্রাম্য প্রলেতারিয়েতদের মধ্যে কমিউনিস্ট ভাবধারার বাহক করে তোলার জন্য আমাদের রাষ্ট্রক্ষমতাকে ব্যবহার করা সম্ভব ও করতে হবে।

বলেছি 'কমিউনিস্ট', তাই পাছে আমায় কেউ ভুল বোঝে বা অত্যন্ত আক্ষরিক অর্থে নেয় সেজন্য তাড়াতাড়ি একটু ব্যাখ্যা দিই। গ্রামে এক্ষুনি নিখাদ ও সংকীর্ণ কমিউনিস্ট ভাবধারা নিয়ে যেতে হবে, এভাবে ব্যাপারটা বোঝা কোনোক্রমে উচিত নয়। যতদিন পর্যন্ত আমাদের গ্রামে কমিউনিজমের বৈষয়িক ভিত্তি গড়ে না উঠছে, ততদিন পর্যন্ত বলা যেতে পারে, ওটা হবে অনিষ্টকর, বলা যেতে পারে, ওটা হবে কমিউনিজমের পক্ষে সর্বনাশা।

ওভাবে নয়। আমাদের শুরু করতে হবে এই থেকে যেন গ্রাম ও শহরের মধ্যে সাযুজ্য স্থাপিত হয়, গ্রামে কমিউনিজম প্রবর্তনের একটা স্থিরীকৃত লক্ষ্য নিয়ে মোটেই নয়। তেমন লক্ষ্য বর্তমানে সাধিত হওয়া অসম্ভব। এ লক্ষ্য অকালপ্রসূত। এরূপ লক্ষ্যগ্রহণে উপকারের বদলে অপকার হবে।

কিন্তু শহরের মজুরদের সঙ্গে গ্রামের মেহনতীদের সাযুজ্য স্থাপন, তাদের মধ্যে যে ধরনের সাথিত্ব সহজে গড়া সম্ভব সেটা গড়া — এটা আমাদের অবশ্যকর্তব্য, ক্ষমতাধর শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে এটা একটা মূল কর্তব্য। তার জন্য কলকারখানা শ্রমিকদের নিয়ে একগুচ্ছ সমিতি গঠন করা দরকার (পার্টিগত, ট্রেড ইউনিয়নী, ব্যক্তিগত), গ্রামের সাংস্কৃতিক বিকাশে সাহায্য করার নিয়মিত লক্ষ্য তারা অনুসরণ করবে।

সমস্ত শহুরে চক্রগুলিকে গ্রামের সমস্ত চক্রের জন্য এমনভাবে বরাদ্দ করা সম্ভব হবে কি, যাতে সংশ্লিষ্ট গ্রাম্য চক্রের জন্য বরাদ্দ প্রতিটি শহুরে চক্র তার সহচক্রের কোনো না কোনো সাংস্কৃতিক চাহিদা মেটাবার জন্য প্রতিটি সুযোগ, প্রতিটি উপলক্ষের নিয়মিত সদ্ব্যবহারে সচষ্ট থাকবে? নাকি যোগাযোগের অন্য কোনো রূপ আবিষ্কার করা সম্ভব হবে? আমি এক্ষেত্রে শুধুপ্রশ্ন উত্তাফনেই সীমাবদ্ধ থাকছি, যাতে কমরেডদের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হয়, যাতে পশ্চিম সাইবেরিয়ার অভিজ্ঞতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা যায় (এ অভিজ্ঞতার কথা আমায় বলেন কমরেড খদরোভস্কি), এবং এই সুবিশাল বিশ্ব-ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক কর্তব্যটাকে তার সমগ্র আয়তনে হাজির করা যায়।

আমাদের সরকারী বাজেটের বাইরে এবং সরকারী সম্পর্কের খাতের বাইরে গ্রামের জন্য আমরা প্রায় কিছুই করছি না। শহরের সঙ্গে রামের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আমাদের এখানে আপনা থেকেই ও অনিবার্যরূপেই অন্য চরিত্র পরিগ্রহ করছে তা সত্যি। পুঁজিবাদের আমলে শহর গ্রামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক, দৈহিক ইত্যাদি অধঃপতন ঘটিয়েছে। আমাদের এখানে শহর আপনা থেকে ঠিক তার উল্টো জিনিসটা ঘটাতে শুরু করছে। কিন্তু সবই এটা ঘটছে আপনা থেকে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, এবং এ ব্যাপারে চেতনা, প্রণালীবদ্ধতা ও নিয়মিতি আমদানি করলে এটাকে জোরালো করা যায় (ও তৎপরে বাড়িয়ে তোলা যায় শতগুণ)।

আমরা সামনে এগুতে পারব কেবল তখনই (এবং খুবই সম্ভব তখন চলতে শুরুকরব শতগুণ দ্রুত) যখন এ সমস্যাটাকে বিশ্লেষণ করে দেখব, সর্বোপায়ে আমলাতান্ত্রিকতা পরিহার করে শ্রমিকদের নানা ধরনের সমিতি স্থাপন করব সমস্যাটা গ্রহণ করে, আলোচনা করে কার্যে পরিণত করার জন্য।

২রা জানুয়ারি, ১৯২৩

'প্রাভদা', ২ নং

৪ঠা জানুয়ারি, ১৯২৩

স্বাক্ষর, ন. লেনিন

সমবায় প্রসঙ্গে (৭)

১

আমার মনে হয় আমাদের দেশে সমবায় সম্পর্কে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না। অক্টোবর বিপ্লবের পর এখন, এবং নয়া অর্থনৈতিক পলিসির কথা ছেড়ে দিলেও (এই প্রসঙ্গে বরং বলা উচিত, নয়া অর্থনৈতিক পলিসির জন্যই) আমাদের সমবায় আন্দোলন যে একেবারেই ঐকান্তিক গুরুত্ব অর্জন করছে, তা সকলেই বুঝতে পারছে কি না সন্দেহ। প্রাচীন সমবায়ীদের স্বপ্নে অনেক উৎকল্পনা ছিল। উৎকল্পনার দরুন তাদের প্রায়ই হাস্যকর মনে হত। কিন্তু তাদের উৎকল্পনাটা কোনখানে? এইখানে যে শোষকদের প্রভুত্ব উচ্ছেদ করার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রামের বনিয়াদ মূল তাৎপর্যটি বোঝা হত না। আমাদের এখানে বর্তমানে এ উচ্ছেদ ঘটেছে এবং এখন সেকেলে

সমবায়ীদের স্বপ্নের মধ্যে যা ছিল উৎকল্পনামূলক, এমন কি রোমান্টিক, এমন কি মামুলী, তার অনেক কিছুই অতি অনাবৃত বাস্তব হয়ে উঠছে।

আমাদের দেশে রাষ্ট্রক্ষমতা যেহেতু সত্যি করেই শ্রমিক শ্রেণীর হাতে, যেহেতু উৎপাদনের সমস্ত উপায়ই এই রাষ্ট্রক্ষমতার দখলে, সেইহেতু এখন জনসাধারণকে সমবায়বদ্ধ করার কাজটাই শুধু আসলে বাকি আছে, জনসাধারণের সর্বোচ্চ পরিমাণ সমবায়ীকরণের পরিস্থিতিতে আপনা থেকেই সেই সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য সিদ্ধ হবে, যা শ্রেণী-সংগ্রাম, রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম ইত্যাদির আবশ্যিকতায় ন্যায্যতই বিশ্বাসবানদের পক্ষ থেকে আগে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও অশ্রদ্ধা আকর্ষণ করত। কিন্তু রাশিয়ার সমবায়ীকরণের তাৎপর্য এখন আমাদের পক্ষে কত বিপুল, কত অশেষ হয়ে উঠছে তা সকল কমরেডই যে বোঝে এমন নয়। নয়া অর্থনৈতিক পলিসিতে আমরা ব্যবসায়ীরূপ কৃষককে, ব্যক্তিগত ব্যবসার নীতিকে একটা সুবিধা দিয়েছিলাম। সমবায়ের বিপুল তাৎপর্য আসছে ঠিক এই থেকেই (লোকে যা ভাবছে এটা তার উল্টো)। আসল কথা হল, নয়া অথনৈতিক পলিসির আমলে আমাদের যা দরকার তা হল যথেষ্ট মাত্রায় ব্যাপক আকারেও গভীরভাবে রাশিয়াবাসীদের সমবায়-সমিতিতে সংগঠিত করা, কেননা ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত ব্যবসার স্বার্থ এবং তার ওপর রাষ্ট্রীয় পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণকে কোন মাত্রায় মেলাতে হবে, কোন মাত্রায় তাকে সাধারণ স্বার্থের অধীনস্থ করে রাখতে হবে, যা পূর্বে বহু বহু সমাজতন্ত্রী কাছে বিষম গেরো হয়ে উঠেছিল, তা এখন আমরা পেয়ে গেছি। বস্তুতপক্ষে, উৎপাদনের বৃহদায়তন উপায়গুলির ওপর রাষ্ট্রের ক্ষমতা, প্রলেতারিয়েতের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা, এই প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে ও অতি ক্ষুদে চাষীর জোট, কৃষকদের ক্ষেত্রে এই সব প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বের নিশ্চিতি ইত্যাদি—সমবায় এবং কেবলমাত্র সমবায় থেকেই একটা পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করার পক্ষে এই জিনিসগুলিই কি যথেষ্ট নয়?—অথচ এই সমবায়কে আমরা আগে অবজ্ঞা করে দেখেছি দোকানদারি বলে এবং নয়া অর্থনৈতিক পলিসির আমলে এখনো একদিক থেকে তাই দেখার অধিকার আমাদের আছে। এটা এখনো সমাজতান্ত্রিক সমাজের নির্মাণ নয়, কিন্তু সে নির্মাণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন ও পর্যাপ্ত তা এই।

আমাদের ব্যবহারিক কর্মীদের অনেকেই এই পরিস্থিতিটা ছোটো করে দেখে। আমাদের সমবায়-সমিতিগুলিকে তারা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে এবং প্রথমত, নীতির দিক থেকে (উৎপাদন-উপায়সমূহের উপর রাষ্ট্রের মালিকানা) এবং দ্বিতীয়ত, কৃষকদের পক্ষে সরলতম, সহজতম এবং আয়ত্তাধীন পদ্ধতিতে নয়া ব্যবস্থায় উৎক্রমণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই সমবায়ের কী অশেষ গুরুত্ব তা তারা বুঝতে পারে না।

এবং প্রধান কথাটা পুনরপি এইখানেই। সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য নানাবিধ শ্রমিক সমিতি নিয়ে কল্পচারণ এক জিনিস, কিন্তু ব্যবহারিকভাবে এ সমাজতন্ত্র এমনভাবে গঠন করতে পারা যাতে নির্মাণকার্যে প্রতিটি ক্ষুদে চাষী অংশ নেয়—তা একেবারেই অন্য ব্যাপার। এই স্তরেই এখন আমরা পৌঁছিয়েছি। এবং কোনো সন্দেহই নেই যে, এই স্তরে উপনীত হয়ে আমরা তা অপরিসীম কম কাজে লাগাচ্ছি।

নয়া অর্থনৈতিক পলিসিতে গিয়ে আমরা যে বাড়াবাড়ি করেছি, সেটা এই দিক থেকে নয় যে স্বাধীন শিল্প ও বাণিজ্যের নীতিতে আমরা মাত্রাতিরিক্ত রকমের গুরুত্ব দিয়েছি। নয়া অর্থনৈতিক পলিসিতে গিয়ে আমরা বাড়াবাড়ি করেছি এই দিক থেকে যে, সমবায়ের কথা নিয়ে ভাবতে ভুলে গেছি, এই দিক থেকে যে বর্তমানে সমবায়ের গুরুত্ব আমরা ছোটো করে দেখছি, এই দিক থেকে যে পূর্বকথিত দুটি দিক থেকে সমবায়ের প্রভূত গুরুত্ব আমরা ভুলতে বসেছি।

এবার এই 'সমবায়' নীতির ভিত্তিতে ব্যবহারিকভবে অবিলম্বেই কী করা যেতে পারে এবং করা উচিত, তা নিয়ে পাঠকদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। কী উপায়ে এমনভাবে আমরা এক্ষুনি এই

সমবায় নীতিকে বিকশিত করে তুলতে পারি ও কী উপায়ে তা করা উচিত, যাতে তার সমাজতান্ত্রিক অর্থ সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়?

সমবায়কে রাজনৈতিকভবে এমনভাবে রাখা চাই, যাতে সমবায় শুধু যে সাধারণভাবে ও সর্বদাই নির্দিষ্ট কিছু সুবিধা পাবে তাই নয়, সে সুবিধা হওয়া চাই বৈষয়িক সুবিধা (ব্যাঙ্ক হারের মাত্রা ইত্যাদি)। সমবায়গুলিকে ঋণ দিতে হবে এমন পরিমাণ রাষ্ট্রীয় অর্থ, যা অত্যাধিক না হলেও ব্যক্তিগত উদ্যোগের জন্য আমরা যে পরিমাণ ঋণ দিই তার চেয়ে বেশি, গুরু শিল্প ইত্যাদিকে যা মঞ্জুর করি এমন কি তার সমান।

সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থাই বিশেষ একটি শ্রেণী কর্তৃক আর্থিক সাহায্যদানেই কেবল গড়ে উঠতে পারে। স্বাধীন পুঁজিবাদের জন্মগ্রহণে যে কোটি কোটি রুবল মূল্য দিতে হয়েছিল, তার উল্লেখ করার দরকার নেই। এখন আমাদের এই কথাটা বুঝতে হবে এবং ব্যবহারিক কাজে প্রয়োগ করতে হবে যে, বর্তমানে যে সমাজ-ব্যবস্থাকে সচরাচর অপেক্ষা বেশি সমর্থন করা উচিত সেটি হল সমবায়-ব্যবস্থা। কিন্তু সমর্থন করতে হবে কথাটার সত্যকার অর্থে, অর্থাৎ এই সমর্থন বলতে যে কোনো রকমের সমবায়-বাণিজ্যের সমর্থন বুঝলে যথেষ্ট হবে না, সমর্থন বলতে আমরা বুঝব এমন সমবায়-বাণিজ্যের সমর্থন, যেখানে জনসাধারণের সত্যকার বৃহৎ ভাগটা সত্যই অংশ নিচ্ছে। সমবায়-বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী কৃষককে একটা বোনাস দেওয়া—এটা অবশ্যই একটা সঠিক পন্থা, কিন্তু সে ক্ষেত্রে এই অংশগ্রহণটা যাচাই করা, কৃষকের সচেতনতা ও সদ্‌গুণ যাচাই করা, এই হল আসল কথা। যখন কোনো সমবায়ী গাঁয়ে গিয়ে একটা সমবায়-দোকান খোলে, তখন লোকে, সত্যি করে বললে, তাতে কোনোই অংশ নেয় না, কিন্তু সেইসঙ্গে নিজেদের স্বার্থে প্রণোদিত হলে লোকেরাই তাড়াতাড়ি করে তাতে যোগ দিতে চাইবে।

এ সমস্যার আর একটা দিক আছে। সুসভ্য (সর্বাগ্রে সাক্ষর) ইউরোপীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমবায়-কর্মে নিঃশেষে সকলকেই শুধু নিষ্ক্রিয় নয়, সক্রিয় অংশগ্রহণে বাধ্য করতে আমাদের খুব বেশি কিছু করার দরকার নেই। সঠিকভাবে বলতে হলে, কেবল একটি জিনিসই আমাদের করার আছে : আমাদের জনসাধারণকে এতটা সুসভ্য করে তুলতে হবে, যাতে সমবায়ের কাজে সকলের অংশগ্রহণের পুরো সুবিধা তারা বুঝতে পারে এবং সে অংশগ্রহণ সংগঠিত করতে পারে। কেবল এইটেই। সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য অন্য কোনো পণ্ডিতির আর আমাদের এখন দরকার নেই। কিন্তু এই কেবলটুকু সম্পন্ন করতে হলে প্রয়োজন একটা গোটা বিপ্লবের, সমগ্র জনসাধারণের সাংস্কৃতিক বিকাশের একটা গোটা যুগ। তাই আমাদের নিয়ম হওয়া উচিত : যথাসম্ভব কম পণ্ডিতিপনা এবং যথাসম্ভব কম চালিয়াতি। এদিক থেকে নয়া অথলনৈতিক পলিসি এই অর্থে একটা অগ্রগতি যে, তা অতি সাধারণ স্তরে কৃষকের উপযোগী এবং তার কাছ থেকে উচ্চ কিছু দাবি করে না। কিন্তু নয়া অর্থনৈতিক পলিসির মাধ্যমে সমবায়ে সমগ্র জনসাধারণের সার্বজনীন অংশগ্রহণ সম্ভব করে তুলতে হলে একটা গোটা ঐতিহাসিক যগের দরকার। উত্তম ক্ষেত্রে এ যুগ আমরা পেরতে পারি একটি কি দুটি দশকে। তাহলেও, এটি হবে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক যুগ—এই ঐতিহাসিক যুগ ছাড়া, সার্বজনীন সাক্ষরতা ছাড়া, উপযুক্ত মাত্রার জ্ঞান ছাড়া, বই পড়ার অভ্যাসে জনসাধারণকে যথেষ্ট মাত্রায় শিক্ষিত করে তোলা ছাড়া এবং তার পেছনে একটা বৈষয়িক ভিত্তি ছাড়া, শস্যহানি দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির বিরুদ্ধে কিছুটা রক্ষাকবচ ছাড়া—এছাড়া আমরা আমাদের লক্ষ্যার্জনে অক্ষম হবে। এখন প্রধান কথাই হল, যে বৈপ্লবিক উদ্যম, যে বিপ্লবী উদ্দীপনা আমরা দেখিয়েছি এবং দেখিয়েছি যথেষ্ট পরিমাণে ও পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন করেছি—তার সঙ্গে মেলাতে পারা (প্রায় বলবার ইচ্ছে হচ্ছে) এক বুদ্ধিমান ও সাক্ষর ব্যবসায়ী হবার ক্ষমতা, ভালো সমবায়ী হবার পক্ষে যা সম্পূর্ণ যথেষ্ট। ব্যবসায়ী হবার ক্ষমতা বলতে আমি বোঝাতে চাইছি সংস্কৃতিবান ব্যবসায়ী হবার ক্ষমতা। সেই সব রুশী অথবা সাধারণভাবে চাষীর মাথায় যেন কথাটা ভালো ঢোকে, যারা ভাবে : ব্যবসা যখন করছে তখন ব্যবসায়ী হবার ক্ষমতা

রাখে। কথাটা মোটেই ঠিক নয়। ব্যবসা করছে বটে, কিন্তু সংস্কৃতিবান ব্যবসায়ী হওয়া এখনো অনেক বাকি। এখন সে ব্যবসা করছে এশীয় ধরনে, কিন্তু ব্যবসায়ী হতে হলে দরকার ইউরোপীয় ধরনে ব্যবসা করতে পারা। তার সঙ্গে এর তফাত একটা গোটা যুগের।

উপসংহারে : একসারি অর্থনৈতিক, আর্থিক ও ব্যাঙ্কিং সুবিধা চাই সমবায়গুলির জন্য, এইটাই হওয়া উচিত জনসাধারণকে সংগঠনের নতুন নীতিতে আমাদের সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের সমর্থন। কিন্তু এতে শুধু কর্তব্যের সাধারণ রূপরেখাই হাজির হচ্ছে মাত্র—কেননা তাতে ব্যবহারিক দিক থেকে কর্তব্যের সমগ্র বিষয় সুনির্দিষ্ট ও সবিস্তারে বর্ণিত হচ্ছে না, অর্থাৎ সমবায়ীকরণের জন্য যে বোনাস আমরা দেব তার রূপ (এবং তা দেবার সর্ত), যে রূপের বোনাস দিয়ে আমরা সমবায়গুলিকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারব, যে রূপের বোনাসের মাধ্যমে আমরা উঠব সুসভ্য সমবায়ীদের স্তরে—সেই রূপটা আমাদের খুঁজে বার করতে পারা চাই। এবং উৎপাদন-উপায়সমূহের উপর সামাজিক মালিকানার আমলে, বুর্জোয়ার ওপর প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীগত জয়লাভের আমলে সুসভ্য সমবায়ীদের যে ব্যবস্থা, তাই হল সমাজতন্ত্রের ব্যবস্থা।

৪ঠা জানুয়ারি, ১৯২৩

২

নয়া অর্থনৈতিক পলিসি সম্পর্কে আমি যখনই লিখেছি, তখনই ১৯১৮ সালে লেখা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ সম্পর্কে আমরা প্রবন্ধটি (৮) উদ্ধৃত করেছি। তাতে কিছু কিছু তরুণ কমরেডের মনে একাধিকবার সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কিন্তু তাদের সন্দেহ জেগেছে প্রধানত বিমূর্ত-রাজনৈতিক দিকটাতেই।

তাদের মনে হয়েছে, যে-ব্যবস্থায় উৎপাদন-উপায়ের মালিক শ্রমিক শ্রেণী এবং সেই শ্রমিক শ্রেণীর হাতেই যেখানে রাষ্ট্রক্ষমতা, সেখানে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ কথাটি প্রযোজ্য নয়। তারা কিন্তু এইটে লক্ষ্য করে নি যে, আমি 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ' কথাটি ব্যবহার করেছিলাম : প্রথমত, তথাকথিত বামপন্থী কমিউনিস্টদের সঙ্গে বিতর্কে আমার যা বক্তব্য ছিল, তার সঙ্গে আমাদের বর্তমান বক্তব্যের ঐতিহাসিক যোগসূত্র রাখার জন্য, এবং সেই সঙ্গে আমি তখনই দেখিয়েছিলাম যে, আমাদের বর্তমান অর্থনীতির চেয়ে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ উন্নততর হবে, সাধারণ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ এবং পাঠকদের কাছে নয়া অর্থনৈতিক পলিসির পরিচয় দিতে গিয়ে আমি যে অসাধারণ, বলতে কি অতি অসাধারণ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের কথা বলেছিলাম, তাদের মধ্যে একটা পূর্বাপর যোগসূত্র দেখানো আমার কাছে জরুরী মনে হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, আমার কাছে সর্বদাই ব্যবহারিক লক্ষ্যটা গুরুত্বপূর্ণ। আর আমাদের নয়া অর্থনৈতিক পলিসির ব্যবহারিক লক্ষ্য ছিল পারমিট-দান। আমাদের দেশের পরিস্থিতিতে নিঃসন্দেহে পারমিটেরমানে দাঁড়াত বিশুদ্ধ রূপের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ। রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ সম্পর্কে আলোচনাটা আমি এইভাবে দেখেছিলাম।

কিন্তু ব্যাপারটার আর একটা দিক আছে, যে ক্ষেত্রে আমাদের দরকার হতে পারে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ, অথবা অন্ততপক্ষে তার সঙ্গে একটা তুলনা। এটা হল সমবায়ের প্রশ্ন।

কোনো সন্দেহ নেই যে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পরিস্থিতিতে সমবায় হল পুঁজিবাদী যৌথ প্রতিষ্ঠান। এতেও সন্দেহ নেই যে, আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় যেখানে আমরা অন্য কোনো রূপ নয় কেবল সামাজিক ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং অন্য কোনো ভাবে নয় কেবল শ্রমিক শ্রেণীর অধীনস্থ রাষ্ট্রক্ষমতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত যে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী উদ্যোগ, তাকে যুক্ত করি সুসঙ্গত রূপের সমাজতান্ত্রিক ধরনেরউদ্যোগের সঙ্গে (উৎপাদন-উপায়, যে ভূমির ওপর উদ্যোগটা প্রতিষ্ঠিত সেই ভূমি এবং খাস উদ্যোগটাই রাষ্ট্রের), সে ক্ষেত্রে তৃতীয় ধরনের উদ্যোগেরও একটা প্রশ্ন আসে, নীতিগত তাৎপর্যের দিক থেকে আগে যার কোনো স্বাতন্ত্র্য ছিল না, অর্থাৎ সমবায়মূলক উদ্যোগের প্রশ্ন।

ব্যক্তিগত পুঁজিবাদের আমলে ব্যক্তিগত উদ্যোগের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের যা তফাত, পুঁজিবাদী উদ্যোগের সঙ্গে সমবায়মূলক উদ্যোগেরও সেই তফাত। রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের আমলে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী উদ্যোগ থেকে সমবায়মূলক উদ্যোগের তফাত প্রথমত এই যে, এগুলি ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রস্প্রঙ উদ্যোগ এবং দ্বিতীয়ত, এগুলি যৌথ উদ্যোগ। আমাদের বর্তমান ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী উদ্যোগ থেকে সমবায়মূলক উদ্যোগের তফাত হল এগুলি যৌথ উদ্যোগ, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগের সঙ্গে তাদের তফাত থাকে না, যদি যে-ভূমির ওপর তারা প্রতিষ্ঠিত সেই ভূমি এবং উৎপাদন-উপায়ের মালিক হয় রাষ্ট্র অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণী।

সমবায় প্রসঙ্গে আলোচনায় এই অবস্থাচক্রটা যথেষ্ট বিবেচনা করা হয় না। আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের জন্য সমবায় যে আমাদের দেশে একেবারেই অতি বিশেষ একটা তাৎপর্য অর্জন করেছে, তা মনে রাখা হয় না। পারমিট-দানের কথা যদি ছেড়ে দিই, যা প্রসঙ্গত আমাদের এখানে মোটা রকমের কোনো আয়তন লাভ করে নি, তাহলে আমাদের পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সমবায় একেবারে পুরোপুরি মিলে যায়।

কথাটা বুঝিয়ে বলি। রবার্ট ওয়েন থেকে শুরু করে সেকালের সমবায়ীদের পরিকল্পনাগুলোর উৎকল্পনাটা কোথায়? এইখানে যে, তাঁরা শ্রেণী-সংগ্রাম, শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, শোষক শ্রেণীর প্রভুত্বনাশ—এই বনিয়াদী প্রশ্নটিকে হিসাবে না এনে সমাজতন্ত্র দিয়ে বর্তমান সমাজকে শান্তিপূর্ণভাবে রূপান্তরের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেইজন্যই এই 'সমবায়মূলক' সমাজতন্ত্রের মধ্যে কল্পচারণ দেখে, লোককে কেবল সমবায়বদ্ধ করেই শ্রেণী-শত্রুকে শ্রেণী-সহযোগী এবং শ্রেণী-সংগ্রামকে শ্রেণী-শান্তিতে (তথাকথিত নাগরিক শান্তি) রূপান্তরিত করার স্বপ্নে রোমান্টিক, এমন কি মামুলী কিছু একটা দেখে আমরা ঠিকই করেছিলাম।

বর্তমান কালের বনিয়াদী কর্তব্যের দিক থেকে আমরা নিঃসন্দেহেই ঠিক করেছিলাম, কেননা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য শ্রেণী-সংগ্রাম ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা যখন শ্রমিক শ্রেণীর হাতে এসে গেছে, শোষকদের রাজনৈতিক ক্ষমতা যখন খতম হয়েছে এবং শ্রমিক শ্রেণীর হাতেই যখন রয়েছে উৎপাদনের সমস্ত উপায় (শ্রমিক রাষ্ট্র যেগুলি সাময়িকভাবে পারমিট হিসাবে সর্তসাপেক্ষে শোষকদের স্বেচ্ছায় দিয়ে রেখেছে শুধু সেইগুলি বাদে), তখন অবস্থা কী ভাবে বদলে গেছে দেখুন।

এখন এ কথা বললে ঠিকই বলব যে আমাদের পক্ষে সমবায়ের সাধারণ বৃদ্ধিই হল সমাজতন্ত্রের বৃদ্ধির সমতুল্য (পূর্বোল্লিখিত 'সামান্য' ব্যতিরেকটুকু বাদে) এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিতেও আমূল বদল ঘটেছে। এই আমূল বদলটা হল এই যে, আগে রাজনৈতিক সংগ্রাম, বিপ্লব, ক্ষমতা-দখল ইত্যাদির ওপরেই আমরা ভারকেন্দ্র রেখেছিলাম এবং রাখা উচিত ছিল। এখন সে ভারকেন্দ্র বদলে গিয়ে শান্তিপূর্ণ, সাংগঠনিক, 'সাংস্কৃতিক' কাজের ওপর সরে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রশ্ন না থাকলে, আমাদের অবস্থানের জন্য আন্তর্জাতিক আয়তনে লড়াই চালাবার বাধ্যতা না থাকলে আমি এই কথাই বলতাম যে আমাদের ভারকেন্দ্রটা সরে যাচ্ছে সাংস্কৃতিক ব্যাপারে। কিন্তু ও কথা ছেড়ে দিয়ে কেবল আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে, আমাদের কাজের ভারকেন্দ্র সত্যসত্যই এসে দাঁড়াচ্ছে সাংস্কৃতিক ব্যাপারে।

আমাদের সামনে এখন দুটি প্রধান কর্তব্য, যা রয়েছে পুরো একটা যুগ জুড়ে। এটা হল রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে পুনর্গঠিত করার কর্তব্য যা একেবারেই অকেজো, আগের যুগ থেকে যা আমরা সমগ্রভাবেই গ্রহণ করেছি, গত পাঁচ বছরের সংগ্রামের সময় তার গুরুতর কোনো পুনর্গঠন আমরা করে উঠতে পারি নি, তা সম্ভবও ছিল না। আমাদের দ্বিতীয় কর্তব্য হল কৃষকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক কাজ। আর সমবায়ীকরণই হল কৃষকদের মধ্যে এই সাংস্কৃতিক কাজের অর্থনৈতিক লক্ষ্য। পরিপূর্ণ

সমবায়ীকরণ থাকলে আমরা ইতিমধ্যেই সমাজতন্ত্রের জমির ওপর দুপায়েই দাঁড়াতাম। কিন্তু পরিপূর্ণ সমবায়ীকরণের এই পরিস্থিতি বললে ধরতে হয় কৃষকদের (বিপুলায়তন জনগণ হিসাবে বিশেষ করে কৃষকদেরই) এমন একটা সাংস্কৃতিক মান যে পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া এই পরিপূর্ণ সমবায়ীকরণ সম্ভব নয়।

আমাদের বিরোধীরা একাধিকবার আমাদের বলেছে যে যথেষ্ট সংস্কৃতিসম্পন্ন নয় এমন একটা দেশে সমাজতন্ত্র রোপণের হঠকারী কাজ আমরা নিয়েছি। কিন্তু তারা ভুল করেছে এইখানে যে, তত্ত্বে বর্ণিত প্রান্ত থেকে আমরা শুরু করি নি (যত রকমের শাস্ত্রবাগীশদের তত্ত্ব) এবং আমাদের দেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, সেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পূর্বসূরী, যা সবকিছু সত্ত্বেও এখন আমাদের সামনে।

পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক দেশ হয়ে উঠতে হলে আমাদের দেশটার জন্য এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবই এখন যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের পক্ষে এ সাংস্কৃতিক বিপ্লবে আছে এমন ধরনের অবিশ্বাস্য দুরূহতা, যা বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক (কেননা আমরা নিরক্ষর), এবং বিশুদ্ধ বৈষয়িক (কেননা সংস্কৃতিসম্পন্ন হতে হলে উৎপাদনের বৈষয়িক উপায়গুলির একটা নির্দিষ্ট বিকাশ দরকার, একটা নির্দিষ্ট বৈষয়িক ভিত্তি দরকার)।

৬ই জানুয়ারি, ১৯২৩

প্রথম প্রকাশিত

২৬শে ও ২৭শে মে, ১৯২৩

'প্রাভদা', ১১৫ ও ১১৬ নং

স্বাক্ষর : ন. লেনিন

আমাদের বিপ্লবের কথা
(ন. সুখানভের নোট প্রসঙ্গে) (৯)

১

বিপ্লব প্রসঙ্গে সুখানভের নোটগুলোর ওপর এ কয় দিন চোখ বুলিয়ে দেখছিলাম। সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সমস্ত নায়কদের মতোই আমাদের সমস্ত পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের পুঁথিনবিশি। তারা যে অসাধারণ ভীরু সে কথা ছেড়ে দিলেও, জার্মান নিদর্শন থেকে ন্যূনতম বিচ্যুতির কথা উঠলেই তাদের সেরা লোকেরাও যে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে, সমস্ত বিপ্লবেই যথেষ্ট প্রদর্শিত সমস্ত পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের এই বৈশিষ্ট্যের কথা না তুললেও, চোখে বেঁধে তাদের অতীতের দাসসুলভ অনুকরণ।

সবাই এরা নিজেদের বলে মার্কসবাদী, কিন্তু মার্কসবাদকে বোঝে অসম্ভব মাত্রার এক পুঁথিবাগীশী ধরনে। একেবারেই তারা বোঝে নি মার্কসবাদের নির্ধারক জিনিসটা : অর্থাৎ তার বৈপ্লবিক দ্বান্দ্বিকতা। বিপ্লবের মুহূর্তে দরকার সর্বাধিক নমনীয়তা (১০), মার্কসের এই সরাসরি উক্তিটা পর্যন্ত তারা একেবারে বোঝে নি এবং মার্কস তাঁর পত্রাবলীতে, মনে হয় ১৮৫৬ সালের কথা, শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে বিপ্লবী পরিস্থিতি গড়ে তোলার মতো এক কৃষক সমরকে (১১) যুক্ত করার ওপর যে আস্থা প্রকাশ করেছিলেন, এই সোজাসুজি নির্দেশটাও তারা এড়িয়ে গিয়ে গরম পায়েসের কাছে বেড়ালের মতো কেবলি ঘুরপাক খায়।

তাদের সমস্ত আচরণেই তারা নিজেদের উদ্‌ঘাটিত করে ভীরু সংস্কারবাদী হিসাবে, যারা বুর্জোয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন তো দূরের কথা, তার কাছ থেকে একটু সরে আসতেও ভয় পায়, অথচ সেই সঙ্গে সে কাপুরুষতাকে চাপা দেয় অফুরন্ত বুলি ও হামবড়াই দিয়ে। কিন্তু এমন কি বিশুদ্ধ তত্ত্বের দিক থেকেও এদের সকলের ক্ষেত্রেই চোখে পড়ে তাদের পক্ষ থেকে মার্কসবাদের নিম্নোক্ত যুক্তিটি বোঝার পরিপূণ অক্ষমতা : এতদিন পর্যন্ত তারা পশ্চিম ইউরোপে পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের

বিকাশের সুনির্দিষ্ট একটি পথ দেখে এসেছে। তাই এ পথটা যে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব কেবল ̃স্নগ্নস্ম ̃স্ন্ষ্ম° কিছু কিছু সংশোধন না নিয়ে নয় (বিশ্ব ইতিহাসের সাধারণ গতির দিক থেকে যা একেবারেই নগণ্য), সেটা এরা কল্পনা করতেও পারে না।

* উপযুক্ত অদলবদলসহ।—সম্পাঃ

প্রথমত—বিপ্লবটা প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গ জড়িত। তেমন বিপ্লবে ঠিক যুদ্ধের ওপরেই নির্ভরশীল কতকগুলি নতুন দিক বা রূপভেদ প্রকাশ পাওয়ার কথা, কেননা বিশ্বের এর আগে কখনো এমন অবস্থায় এমন যুদ্ধ ঘটে নি। আজো পর্যন্ত আমরা দেখছি যে এ যুদ্ধে পর সমৃদ্ধতম দেশগুলির বুর্জোয়ারা তাদের ‘স্বাভাবিক’ বুর্জোয়া সম্পর্ক সুস্থির করে তুলতে পারছে না, আর আমাদের সংস্কারবাদীরা, বিপ্লবীর ভেক নেওয়া পেটি বুর্জোয়ারা ভেবেছে ও ভাবছে সেই স্বাভাবিক বুর্জোয়া সম্পর্কই শেষ সীমা (তাকে অতিক্রম করা যায় না), তাতে আবার এই স্বাভাবিককে তারা বোঝে চূড়ান্ত ছক-বাঁধা সংকীর্ণ অর্থে।

দ্বিতীয়ত—এই কথাটা তাদের কাছে একেবারেই অবোধ্য যে সমগ্র বিশ্ব ইতিহাসের বিকাশে সাধারণ একটা নিয়মবদ্ধতা থাকলেও তাতে করে সে বিকাশের হয় রূপে নয় পরম্পরায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যসূচক এক একটা পর্ব নাকচ হয়ে যায় না, বরং সেইটেকেই ধরে নিতে হয়। তাদের মাথায়, দৃষ্টান্তস্বরূপ, এমন কি এইটুকুও ঢোকে না যে, সভ্য দেশ ও এই যুদ্ধে প্রথম চূড়ান্তরূপে সভ্যতায় আকর্ষিত দেশগুলির, সমস্ত পরাচ্য, অ-ইউরোপীয় দেশগুলির সীমান্তবর্তী দেশ রাশিয়া তাই এমন কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট ফোটেতে সমর্থ ও বাধ্য, যা বিশ্ব বিকাশের সাধারণ ধারানুসারী হলেও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের সমস্ত প্রাক্তন বিপ্লব থেকে রুশ বিপ্লবকে পৃথক করে তোলে এবং প্রাচ্য দেশে সে বিপ্লবের উত্তরণে কিছু কিছু আংশিক অভিনবত্ব দান করে।

যেমন, আমরা সমাজতন্ত্রের মাত্রায় পরিণত হয়ে উঠি নি, ওঁদের নানাবিধ ‘পণ্ডিত’ মহাশয়দের উক্তিমোত সমাজতন্ত্রের বাস্তব অর্থনৈতিক পূর্বশর্ত আমাদের নেই, এই যে যুক্তিটা ওঁরা পশ্চিম ইউরোপীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির বিকাশের সময় মুখস্থ করে নিয়েছিলেন, সেটা একেবারেই ছক-বাঁধা। অথচ কারুরই নিজের কাছে এ প্রশ্ন করার খেয়াল হচ্ছে না : কিন্তু প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যে ধরনের বিপ্লবী পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল তার সম্মুখীন হয়ে জনগণ কি তার অবস্থার নিরুপায়তার চাপে এমন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না, যাতে নিজের জন্য সভ্যতার পরবর্তী বিকাশের মতো এমন কিছু সর্তলাভের যেমনই হোক কিছু সুযোগ আছে যা খুব স্বাভাবিক নয়?

উৎপাদন-শক্তির যে উচ্চ বিকাশে সমাজতন্ত্র সম্ভব, সেটা রাশিয়া অর্জন করে নি। এই প্রতিপাদ্যটায় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সমস্ত নায়ক এবং অবশ্যই সুখানভ সত্যিই যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছেন। এই তর্কাতীত প্রতিপাদ্যটাকে তাঁরা হাজার ঢঠে চর্বিত-চর্বণ করছেন এবং তাঁদের ধারণা হচ্ছে যে আমাদের বিপ্লবের মূল্যায়নে এইটেই চরম কথা।

কিন্তু পরিস্থিতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে যদি রাশিয়া পতিত হয় প্রথমত, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী এমন এক যুদ্ধে যাতে পশ্চিম ইউরোপের কিছুটা প্রভাবশালী সমস্ত দেশই জড়িত, যদি তার বিকাশকে এনে দেয় ধূমায়মান এবং অংশত ইতিমধ্যেই সূচিত প্রাচ্য বিপ্লবগুলির সীমান্তে, এমন এক পরিস্থিতিতে যেখানে ১৮৫৬ সালে প্রাশিয়ার সম্ভবপর এক পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে মার্কসের মতো এক ‘মার্কসবাদী’ শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ‘কৃষক সমরের’ যে জোট বন্ধনের কথা লিখেছিলেন, তা কার্যকরী করতে আমরা পারছি, তাহলে?

পরিস্থিতির পরিপূর্ণ নিরুপায়তা শ্রমিক কৃষকদের শক্তিকে দশগুণ বাড়িয়ে তুলে যদি সভ্যতার মূল পূর্বশর্ত গঠনের জন্য অন্য রকম একটা উৎক্রমণের সুযোগ দিয়ে থাকে, যা অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি থেকে স্বতন্ত্র? বিশ্ব ইতিহাসের বিকাশেরসাধারণ ধারা কি তাতে বদলে যাচ্ছে?

বিশ্ব ইতিহাসের সাধারণ গতিধারায় যারা এসে পড়ছে ও পড়েছে তেমন প্রতিটি রাষ্ট্রে মূল শ্রেণীগুলির মূল সম্পর্কপাত কি তাতে বদলে যাচ্ছে?

সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য যদি সংস্কৃতির একটা নির্দিষ্ট মাত্রা দরকার হয় (যদিও অবশ্য সেই সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক মাত্রাটি ঠিক কী তা কেউ বলতে পারে না, কনেনা পশ্চিম ইউরোীয় প্রতিটি রাষ্ট্রেই তা বিভিন্ন), তাহলে আগে বিপ্লবী উপায়ে সেই সুনির্দিষ্ট মাত্রাটির পূর্বশর্ত অর্জনের কাজটা শুরু করে, পরে শ্রমিক কৃষক ক্ষমতা ও সোভিয়েত ব্যবস্থার ভিতিতে অন্য জাতিদের সঙ্গ ধরার জন্য এগুনো চলবে না কেন?

১৬ই জানুয়ারি, ১৯২৩

২

আপনারা বলছেন সমাজতন্ত্র গড়ার জন্য সভ্যতা দরকার। খুবই ভালো কথা। কিন্তু কেনই বা আমরা জমিদার বিতাড়ন ও রুশ পুঁজিপতি বিতাড়ন—সভ্যতার এই ধরনেরপূর্বশর্ত আগে গড়ে পরে সমাজতন্ত্রের দিকে যাত্রা শুরু করতে পারি না? কোন পুঁথিতে আপনারা পড়েছেন যে সাধারণ ঐহিতাসিক পরম্পরার এই ধরনের অদলবদল অর্মাজনীয় অথবা অসম্ভব?

মনে পড়ছে, নেপোলিয়ন লিখেছিলেন : (জ্রঁ স্ম)প্রঁ%ন%প্র প্রস্ক্ষ্মঔঔঔ = ঁ ন্স)। স্বচ্ছন্দ রুশ তর্জমায় তার মানে ‘প্রথমে একটা গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে নামা যাক, তারপর দেখা যাবে’। আমরও ১৯১৭ সালের অক্টোবরে একটা গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে নেমেছি, এবং তারপর ব্রেস্ত শান্তি, অথবা নয়া অর্থনৈতিক পলিসি প্রভৃতি খুঁটিনাটি বিকাশও দেখেছি (বিশ্ব ইতিহাসের দৃষ্টি থেকে এগুলো নিঃসন্দেহেই খুঁটিনাটি)। বর্তমানে আর কোনো সন্দেহ নেই যে, মূলতঃ আমরা জিতেছি।

সুখানভের দক্ষিণে দণ্ডায়মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কথা ছেড়েই দিলাম, আমাদের সুখানভদেরও এ কথা স্বপ্নেও মনে হয় না যে, এ ছাড়া আদপেই বিপ্লব ঘটা সম্ভব নয়। আমাদের ইউরোপীয় কূপমণ্ডূকদের স্বপ্নেও মনে হয় না যে জনসংখ্যায় অপরিসীম সমৃদ্ধ এবং সামাজিক পরিস্থিতির বৈচিত্র্যে অপরিসীম বিভিন্ন প্রাচ্য দেশগুলির ভবিষ্যৎ বিপ্লব নিঃসন্দেহেই রুশ বিপ্লবের চেয়ে অনেক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলবে।

কাউৎস্কির কায়দায় লেখা একটা পাঠ্যপুস্তক স্বকালে খুবই হিতকর বস্তু ছিল বৈকি। কিন্তু যতই হোক সে পাঠ্যপুস্তকে পরবর্তী বিশ্ব ইতিহাসের বিকাশের সবকিছু রূপই ধরে দেওয়া হয়েছে, এ ধারণা বর্জনের সময় হয়েছে। যারা তা ভাবে তাদের নির্বোধ ঘোষণা করাই হবে সময়োচিত।

১৭ই জানুয়ারি, ১৯২৩

প্রকাশিত : ৩০শে মে, ১৯২৩

‘প্রাভদা’, ১১৭ নং

স্বাক্ষর : লেনিন

শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের
পুনর্গঠন করা উচিত কীভাবে
(পার্টির ১২শ কংগ্রেসের কাছে প্রস্তাব) (১২)

সন্দেহ নেই যে শ্রমিক কৃষক পরিদর্শন আমাদের কাছে এক প্রচণ্ড দুরূহতার ব্যাপার এবং এতদিন পর্যন্ত সে দুরূহতার নিরাকরণ হয় নি। আমার ধারণা, যেসব কমরেড শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের উপকার বা প্রয়োজন অস্বীকার করে তার সমাধান করতে চাইছেন, তাঁরা ভুল করছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি এ কথা অস্বীকার করছি না যে আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র ও তার উন্নয়নের সমস্যাটা খুবই কঠিন, মোটেই তার সমাধান হয়নি, অথচ সেই সঙ্গে এটা অসাধারণ জরুরী একটা সমস্যা।

পররাষ্ট্র জনকমিশারিয়েত ছাড়া আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটা অত্যধিক মাত্রায় পুরনোর জের, তাতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে অল্পমাত্রায়। ওপর থেকে তাতে কেবল হাল্কা চুনকাম পড়েছে, বাকি সব দিক থেকে তা আমাদের সাবেকী রাষ্ট্রযন্ত্রের টিপিক্যাল সাবেকী যন্ত্র। এবং তার সত্যকার নবায়নের উপায় আবিষ্কারের জন্য, আমার ধারণা, অভিজ্ঞতা নিতে হবে আমাদের গৃহযুদ্ধ থেকে।

গৃহযুদ্ধের বেশি বিপজ্জনক মুহূর্তগুলিতে আমরা কী করেছি?

আমাদের সেরা পার্টিশক্তিগুলিকে আমরা লাল ফৌজে কেন্দ্রীভূত করেছি। আমাদের সেরা শ্রমিকদের আমরা জমায়েত করতে ছুটেছি, যেখানে আমাদের একনায়কত্বের গভীরতম শিকড়, সেখান থেকেই নবশক্তি আহরণের ডাক দিয়েছি।

আমার বিশ্বাস, শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের পুনর্গঠনের উৎস খুঁজতে হবে একই ধারায়। সেরূপ পুনর্গঠনের জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের একটা স্বকীয় ধরনের পরিবর্ধনের ভিত্তিতে রচিত নিম্নোক্ত পরিকল্পনাটি গ্রহণের জন্য আমি আমাদের দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেসের কাছ প্রস্তাব করছি।

আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশনগুলি ইতিমধ্যেই এক ধরনের উচ্চতম পার্টি সম্মেলনে পরিণত হবার প্রবণত দেখিয়েছে। পূর্ণাধিবেশন বসে দুই মাসে একবারের বেশি নয়, আর সবাই জানেন ন্দ্রেীয় কমিটির নামে চলতি কাজকর্ম চালায় আমাদের পলিটব্যুরো, আমাদের সংগঠন ব্যুরো, আমাদের সেক্রেটারিয়েট ইত্যাদি। আমার ধারণা এই যে পথটায় আমরা এভাবে এসে পড়েছি, সেটা আমাদের সম্পূর্ণ করা উচিত এবং কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশনগুলিকে চূড়ান্ত রূপে উচ্চতম পার্টি সম্মেলনে পরিণত করা উচিত, যা বসবে দুই মাসে একবার এবং কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশন তাতে যোগ দেবে। আর এই কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনকেই পুনর্গঠিত শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনে মূল অংশের সঙ্গে নিম্নলিখিত সর্তে যুক্ত করা উচিত।

কংগ্রেসের কাছে আমার প্রস্তাব, শ্রমিক কৃষকদের মধ্য থেকে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের ৭৫-১০০ জন নতুন সভ্য (বলাই বাহুল্য সব সংখ্যাই মোটামুটি রকমের) নির্বাচিত করা হোক। কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য সভ্যদের মতোই নির্বাচনীয়দের পার্টিগত যাচাই হওয়া দরকার, কেননা তারা কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্যের সমস্ত অধিকারই ভোগ করবে।

অন্যদিকে শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনকে নামানো উচিত ৩০০-৪০০ কর্মচারীতে, যারা বিবেকবত্তার দিক থেকে এবং আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটা সম্পর্কে জ্ঞানের দিক থেকে বিশেষভাবে পরীক্ষিত এবং সাধারণভাবে শ্রমের বৈজ্ঞানিক সংগঠন ও বিশেষ করে প্রশাসনগত শ্রম, দপ্তরগত শ্রমের বৈজ্ঞানিক সংগঠনের মূলকথাগলির সঙ্গে পরিচয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ পরীক্ষায় ইত্যাদিতে উত্তীর্ণ।

আমার মতে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সঙ্গে শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের এই সংযুক্তিতে উভয় প্রতিষ্ঠানেরই উপকার হবে। এতে করে শ্রমিক কৃষক পরিদর্শন এতই উঁচু একটা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে যে অন্তত আমাদের পররাষ্ট্র জনকমিশারিয়েতের চেয়ে কম যাবে না। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সঙ্গে একত্রে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি উচ্চতম পার্টি সম্মেলনে পরিণত হবার যে পথটা মূলত ইতিমধ্যেই নিয়েছে তাতে সে পুরোপুরি চলে যাবে, এ পথটা তাকে পুরো পেরতে হবে দ্বিবিধ অর্থে সঠিকভাবে স্বীয় কর্তব্য পালনের জন্য : তার সংগঠন ও কাজের পরিকল্পনাপরতা, লক্ষ্যোপযোগিতা ও প্রণালীবদ্ধতার দিক থেকে এবং আমাদের সেরা শ্রমিক কৃষকদের মাধ্যমে সত্যি করেই ব্যাপক জনগণের সঙ্গে সংযোগের দিক থেকে।

যারা আমাদের যন্ত্রটাকে সাবেকী করে তুলছে সেই মহল থেকে, অর্থাৎ যে অসম্ভব রকমের, অকথ্য রকমের প্রাকবিপ্লবী চেহারায় আমাদের যন্ত্রটা এখনো রয়ে গেছে সেই চেহারাতেই তাকে বজায় রাখার যারা পক্ষপাতী তাদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একটি আপত্তি আমি দেখতে পাচ্ছি (প্রসঙ্গত বলি, আমূল সামাজিক পরিবর্তন ঘটাবার জন্য কতটা সময় দরকার তা স্থির করার একটা

সুযোগ আমরা এখন পেয়েছি যা ইতিহাসে খুব বিরল, আমরা এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি পাঁচ বছরে কী করা সম্ভব এবং কিসের জন্য দরকার অনেক বেশি একটা মেয়াদ)।

আপত্তিটা এই যে আমার প্রস্তাবিত পুনর্গঠনে বুঝি-বা কেবল অনাসৃষ্টি ঘটবে। কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সদস্যরা কোথায় কেন ও কাকে ধরতে হবে না জেনে সমস্ত প্রতিষ্ঠানেই ঘুরে মরবে এবং চলতি কাজ থেকে কর্মচারীদের ছাড়িয়ে এনে সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা ঘটাবে ইত্যাদি।

এ আপত্তির বিদ্বেষপরায়ণ উৎসটা এতই দৃশ্যমান যে উত্তর দেওয়ারও প্রয়োজন হয় না। বলাই বাহুল্য যে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সঙ্গে একত্রে নিজ জনকমিশারিয়েত ও তর কাজের সঠিক সংগঠন গড়তে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সভাপতিমণ্ডলী, এবং শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের জনকমিশার ও তার মণ্ডলীর পক্ষ থেকে (সেই সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারিয়েটের পক্ষ থেকেও) একরোখা কাজ দরকার কেবল একবছরের জন্য নয়। আমার মতে শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের জনকমিশার জনকমিশার হয়েই থাকতে পারেন (এবং থাকা উচিত) যেমন থাকবেন তাঁর গোটা মণ্ডলী, তাঁর কাছেই থাকবে গোটা শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের কাজকর্ম তথা কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সমস্ত সভ্যদের পরিচালনার ভার, এঁদের ধরা হবে তাঁর এক্তিয়ারে 'কর্মসূত্রে প্রেরিত' বলে। শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের যে ৩০০-৪০০ জন কর্মচারী বাকি রইল, তারা, আমার পরিকল্পনায়, শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের অন্য সভ্যদের অধীনে ও কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের বাড়তি সভ্যদের অধীনে একান্তই সেক্রেটারির কাজ চালাবে এবং অন্যদিকে, তাদের হতে হবে উচ্চগুণসম্পন্ন, বিশেষভাবে পরীক্ষিত, বিশেষ নির্ভরযোগ্য, এবং তারা মোটা মাইনে পাবে যাতে শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের কর্মকর্তা হিসেবে তাদের বর্তমান, বাস্তবিকই হতভাগ্য (কম করে বললে) অবস্থা থেকে তারা মুক্তি পাবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে মৎপ্রদত্ত রাশিতে কর্মচারীদের সংখ্যা নামিয়ে আনলে শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের কর্মীদের উৎকর্ষ এবং সমস্ত কাজের উৎকর্ষ বহুগুণ বেড়ে যাবে ও সেই সঙ্গে জনকমিশার ও তাঁর মণ্ডলীসভ্যরা পুরোপুরি কাজের ব্যবস্থাপনায় ও সে কাজের নিয়মিত অবিচল উৎকর্ষ বর্ষণে মন দেবার সুযোগ পাবে, যে উৎকর্ষ শ্রমিক কৃষক রাজের পক্ষে ও আমাদের সোভিয়েত ব্যবস্থার পক্ষে এতই অবধার্য রূপে আবশ্যক।

অন্যদিকে আমি এও ভাবি যে শ্রম সংগঠনের যেসব উচ্চ ইনস্টিটিউট বর্তমানে আমাদের প্রজাতন্ত্রে রয়েছে, ১২টির কম নয় (শ্রমের কেন্দ্রীয় ইনস্টিটিউট, শ্রমের বৈজ্ঞানিক সংঠনের ইনস্টিটিউট ইত্যাদি), তাদের অংশত সম্মিলন ও অংশত সমন্বয়ের জন্য শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের জনকমিশারকে খাটতে হবে। অত্যধিক সমরূপিতা ও তৎপ্রসূত সম্মিলনের প্রবণতা হবে ক্ষতিকর। উল্টে বরং এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে এক করে তোলা আর এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটির জন্য খানিকটা স্বাধীনতার সর্তে তাদের সঠিকভাবে ভাগ করে দেওয়ার মধ্যে একটা বিচক্ষণ ও যথোপযুক্ত মধ্যপন্থা নেওয়া উচিত।

সন্দেহনেই যে এরূপ পুনর্গঠনের ফলে আমাদের নিজেদেরকেন্দ্রীয় কমিটিরও লাভ হবে শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের চেয়ে কম নয়, লাভ হবে জনগণের সঙ্গে সংযোগ এবংতার কাজের নিয়মিততি ও সুষ্ঠুতা উভয় দিক থেকেই। তখন পলিটব্যুরোর অধিবেশন প্রস্তুতিতে আরো কঠোর ও দায়িত্বশীল পদ্ধতি চালু করা সম্ভব (ও উচিত) হবে, সে অধিবেশনে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের নির্দিষ্ট সংখ্যক সভ্যের উপস্থিত থাকা চাই — সেটা ধার্য হবে হয় নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য অথবা সংগঠনের কোনো পরিকল্পনা অনুসারে।

কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সভাপতিমণ্ডলীর সঙ্গে একত্রে শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের জনকমিশার তার সভ্যদের কাজের ভাগাভাগি স্থির করবে পুলিটব্যুরোয় উপস্থিত থাকা ও যেসব দলিল কোনো না কোনো ভাবে তার এক্তিয়ারে পড়ছে তা যাচাইয়ের দায়িত্ব অনুসারে, অথবা তাত্ত্বিক প্রস্তুতি ও শ্রমের

বৈজ্ঞানিক সংগঠন অনুধাবনের জন্য নিজের কাজের সময় বরাদ্দ করার দায়িত্ব অনুসারে, অথবা নিয়ন্ত্রণে এবং সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সংস্থা থেকে নিম্নতম স্থানীয় সংস্থা পর্যন্ত আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটার উন্নয়নে হাতে কলমে অংশ নেবার দায়িত্ব অনুসারে ইত্যাদি।

আমি আরো এই কথা ভাবি যে কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যরাও কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সভ্যরা এরূপ সংস্কারের ফলে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল ও পলিটব্যুরোর অধিবেশনের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত থাকবেন (এই সব অধিবেশন সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সমস্ত সভ্যদের পেতে হবে পলিটব্যুরো অধিবেশন বসার অন্তত একদিন আগে, ব্যতিক্রম শুধু সেই সব ক্ষেত্রে যাতে একেবারেই কোনো দেরি চলে না, সেরূপ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সভ্যদের জানানো ও সিদ্ধান্ত নেবার বিশেষ পদ্ধতি দরকার হবে), এই রাজনৈতিক লাভটা ছাড়াও লাভের তালিকায় এইটেও ধরা উচিত যে, আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নিছক ব্যক্তিগত ও আপতি ঘটনাচক্রকের প্রভাব কমবে ও তাতে করে ভাঙনের বিপদও হ্রাস পাবে।

আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি একটি কঠোরভাব কেন্দ্রীভূত ও উচ্চ কর্তৃত্বসম্পন্ন একটি গ্রুপ হিসেবে দানা বেঁধেছে, কিন্তু এ গ্রুপের কাজ তার কর্তৃত্বের উপযোগী শর্তে ন্যস্ত হয় নি। এ ব্যাপারে আমার প্রস্তাবিত সংস্কারে সাহায্য হবার কথা, এবং পলিটব্যুরোর প্রতিটি অধিবেশনে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের যে সদস্যরা নির্দিষ্ট সংখ্যায় উপস্থিত থাকতে বাধ্য, তাদের উচিত একটি নিবিড় গ্রুপে পরিণত হওয়া এবং কারো মুখ না চেয়ে এইটে দেখা যাতে জেরা করা, দলিল যাচাই করা ও সাধারণভাবে অবশ্য-অবশ্যই ওয়াকিবহাল থাকা ও ব্যাপারটার কঠোরতম ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করায় কারো কর্তৃত্ব, না সাধারণ সম্পাদকের, না কেন্দ্রীয় কমিটির অন্য কোনো সভ্যের কর্তৃত্ব, বাধা দিতে না পারে।

বলাই বাহুল্য যে আমাদের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে সমাজব্যবস্থাটা দণ্ডায়মান দুটি শ্রেণীর, শ্রমিক ও কৃষকদের সহযোগিতার ভিত্তিতে, যেখানে নয়া অর্থনৈতিক পলিসিওয়ালারাও অর্থাৎ বুর্জোয়ারাও বর্তমানে নির্দিষ্ট কতকগুলি সর্তে ঢুকতে পাচ্ছে। এই শ্রেণীগুলির মধ্যে যদি গুরুতর শ্রেণীগত মতভেদ দেখা দেয়, তাহলে ভাঙন অনিবার্য হবে, কিন্তু আমাদের সমাজব্যবস্থায় সেরূপ ভাঙনের অনিবার্যতার ভিত্তি একান্তরূপে নিহিত নেই এবং আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের, তথ্য সমগ্রভাবে আমাদের পার্টির প্রধান কর্তব্য হল, যেসব ব্যাপার থেকে ভাঙন দেখা দিতে পারে তার ওপর কড়া নজর রাখা এবং তার প্রতিবিধান করা, কেননা শেষ বিচারে কৃষক জনগণ শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে তাদের জোটের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তাদের সঙ্গেই যাবে নাকি শ্রমিকদের কাছ থেকে নিজেদের বিযুক্ত করিয়ে আনতে, শ্রমিকদের কাছ থেকে নিজেদের ভাঙিয়ে আনতে তারা নয়া অর্থনৈতিক পলিসিওয়ালাদের, অর্থাৎ নয়া বুর্জোয়াদের সুযোগ দেবে, তার ওপরেই আমাদের প্রজাতন্ত্রের ভাগ্য নির্ভর করবে। এই দ্বিবিধ পরিণামটা আমরা যত স্পষ্ট করে দেখব, সেটা আমাদের শ্রমিক কৃষকেরা যত পরিষ্কার করে বুঝবে, ততই ভাঙন এড়াতে পারার সম্ভাবনা আমাদের বেশি, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পক্ষে সে ভাঙন হবে মারাত্মক।

২৩শে জানুয়ারি, ১৯২৩

'প্রাভদা' ১৬ নং

২৫শে জানুয়ারি, ১৯২৩

স্বাক্ষর : ন. লেনিন

বরং কম, কিন্তু ভালো করে

আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটার উন্নয়নের প্রশ্নে, আমার মতে, পরিমাণের পেছনে ছোটা ও তাড়াহুড়ো করা আমাদের শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের উচিত নয়। আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের উৎকর্ষ নিয়ে আমরা এযাবৎ এত

কম ভাবনা ও মনোযোগ দিতে পেরেছি যে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তার প্রস্তুতি, এবং শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের মধ্যে সত্যিকারের আধুনিকতাসম্পন্ন, অর্থাৎ সেরা পশ্চিম ইউরোপীয় নিদর্শন থেকে পশ্চাৎপদ নয় এমন মানব সম্পদ কেন্দ্রীয়ভূত করা নিয়ে যত্ন নেওয়া সঙ্গত হবে। বলাই বাহুল্য, সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পক্ষে এ সর্তটা খুবই সামান্য। কিন্তু আমাদের পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতায় অবিশ্বাস ও সংশয়বাদে আমাদের মস্তিষ্ক বেশ ভালোই ভারাক্রান্ত। খুবই বেশি ও খুবই সহজে যারা বাক্যবিস্তার করে থাকে, দৃষ্টান্তস্বরূপ ‘প্রলেতারীয়’ সংস্কৃতি নিয়ে, তাদের প্রসঙ্গে অনিচ্ছাতেই এই মনোভাব অবলম্বনের ঝোঁক হয় আমাদের : শুরুতে সত্যিকারের বুর্জোয়া সংস্কৃতিই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, শুরুতে প্রাকবুর্জোয়া আমলের বিশেষ কদর্য সংস্কৃতি, অর্থাৎ আমলাতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক ইত্যাদি সংস্কৃতি এড়াতে পারলেই যথেষ্ট। সংস্কৃতির প্রশ্নে তাড়াহুড়ো ও ঢালাও পন্থা সবচেয়ে ক্ষতিকর। আমাদের অনেক তরুণ সাহিত্যিক ও কমিউনিস্টদের কথাটা ভালো করে রপ্ত করে নেওয়া উচিত।

এবং তাই রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রশ্নে আমাদের এখন ভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে সিদ্ধান্ত টানা উচিত যে, বরং ধীরে চলা ভালো।

আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের হালটা এতই জঘন্য না বললেও, এতই শোচনীয় যে তার ত্রুটির সঙ্গে কী ভাবে লড়ব, সেটা প্রথমে পুরো ভেবে দেখতে হবে, সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে এ সব ত্রুটির মূলটা অতীতে, যা উৎখাত হলেও অতিক্রান্ত হয় নি, সুদূর অতীতে পর্যবসিত একটা সংস্কৃতির স্তরে পৌঁছয় নি। ঠিক সংস্কৃতির কথাই আমি এক্ষেত্রে তুলেছি এই জন্য যে, এ ব্যাপারে সাধিত বলে ধরা যায় কেবল সেইটুকু যা সংস্কৃতিতে, আচার ব্যবহারে, অভ্যাসের মধ্যে প্রবেশ করেছে। অথচ আমাদের এখানে, বলা যেতে পারে, সমাজব্যবস্থার মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ তা একেবারেই ভেবে স্থিরীকৃত, উপলব্ধ, অনুভূত হয় নি, তা তাড়াহুড়ায় আঁকড়ে ধরা হয়েছে, যাচাই করা হয় নি, পরীক্ষা করা হয়নি, অভিজ্ঞতায় ঝালাই করা হয় নি, সংহত করা হয় নি ইত্যাদি। বলাই বাহুল্য, বৈপ্লবিক যুগে, এবং পাঁচ বছরে জারতন্ত্র থেকে সোভিয়েত ব্যবস্থায় আমরা এসে পড়েছি যে ঘূর্ণিতমস্তক দ্রুততায়, তাতে এ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

সময় থাকতেই চৈতন্যোদয় হওয়া দরকার। হন্তদন্ত অগ্রগতি, সব রকম বাহ্বাস্ফোট ইত্যাদির প্রতি কল্যাণকর সন্দেহ পোষণ করা দরকার। প্রতি ঘণ্টায় আমরা যা ঘোষণা করি, প্রতি মিনিটে সম্পন্ন করি ও পরে প্রতি সেকেন্ডে তার ভঙ্গুরতা, অস্থায়িত্ব ও বোধহীনতার প্রমাণ দিই, তেমন সমস্ত অরপদক্ষেপকে যাচাই করে দেখার কথা ভাবতে হবে। তাড়াহুড়া এখানে সবচেয়ে ক্ষতিকর। আমরা অন্তত খানিকটা কিছু জানি, অথবা সত্যিকারের নতুন যন্ত্র, সত্যি করেই যা সমাজতান্ত্রিক, সোভিয়েত ইত্যাদি আখ্যার উপযুক্ত, তেমন যন্ত্র নির্মাণের মতো কিছুটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লোক আমাদের আছে, এইটে ধরে নেওয়া হবে সবচেয়ে ক্ষতিকর।

না, তেমন যন্ত্র এবং তা গড়ার উপাদান পর্যন্ত আমাদের আছে হাস্যকর রকমের কম, এবং আমাদের মনে রাখতে হবে যে তা গড়ারর জন্য সময়ব্যয়ে কুণ্ঠা করা উচিত নয়, ব্যয় করতে হবে বহু বহু বহু বছর।

এ যন্ত্র গড়ার মতো কী উপাদান আমাদের আছে? শুধু দুটি। প্রথমত, সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে আকৃষ্ট শ্রমিকেরা। এরা যথেষ্ট শিক্ষিত নয়। শ্রেষ্ঠ যন্ত্র গড়ে দিতে তারা উৎসুক। কিন্তু কী করে তা করতে হবে সেটা তারা জানে না। সেটা করতে তারা পারে না। তার জন্য যে বিকাশমাত্রা, যে সংস্কৃতি দরকার, সেটা এখনো পর্যন্ত তারা অর্জন করে নি। আর ঠিক সংস্কৃতিই এর জন্য দরকার। হল্লা করে কি হামলা করে, উৎসাহে অথবা উদ্যমে, অথবা সাধারণভাবে কোনো শ্রেষ্ঠ মানবগুণ দিয়ে এক্ষেত্রে কিছু করা যায় না। দ্বিতীয়ত, জ্ঞান, বিদ্যা, শিক্ষার উপাদান দরকার, যা অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় আমাদের হাস্যকর রকমের কম।

এবং এ প্রসঙ্গে ভোলা উচিত নয় যে, আমরা উৎসাহাধিক্য তাড়াহুড়ো ইত্যাদি দিয়ে এ জ্ঞানের ক্ষতিপূরণ করতে বড়ো বেশি ভালোবাসি (অথবা ভাবি যে তার ক্ষপূিরণ সম্ভব)।

যে করেই হোক আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের নবীকরণের কর্তব্যটা আমাদের গ্রহণ করতে হবে : প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কথাই হল শিখতে হবে, এবং তারপর যাচাই করে দেখতে হবে যেন বিদ্যা আমাদের কাছে নিষ্প্রাণ অক্ষর অথবা ফ্যাশনচল বুলি হয়ে না থাকে (আর লুকিয়ে লাভ নেই যে, তা আমাদের ঘন ঘনই ঘটে), বিদ্যাটা যেন সত্যই অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে, পুরোপুরি ও সত্য করেই তা যেন জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত হয়ে যায়। এক কথায় বুর্জোয়া পশ্চিম ইউরোপ যে সব দাবি পেশ করে সেটা নয়, যে দেশটা সমাজতান্ত্রিক দেশরূপে বিকশিত হবার কর্তব্য নিয়েছে তার পক্ষে যা উপযুক্ত ও শোভন সেই দাবিই আমাদের পপেশ করতে হবে।

যা বলা হল তা থেকে সিদ্ধান্ত : আমাদের যন্ত্রটার উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনকে আমাদের পরিণত করতে হবে সত্যসত্যই এক আদর্শ প্রতিষ্ঠানে।

ওটা যাতে তার প্রয়োজনীয় উচ্চতায় পৌঁছয় তার জন্য এই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে : ছিটটা সাতবার মেপে দেখে একবার কাটো।

তার জন্য দরকার আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় সত্যিকারই সেরা যা আছে তাকে সাতিশয় সতর্কতায়, বিচক্ষণতায়ও অহিতির সঙ্গে নতুন জনকমিশারিয়েত গড়ার জন্য লাগানো।

তার জন্য দরকার, আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় সেরা উপাদান যা আছে, যথা প্রথমত, অগ্রণী শ্রমিক ও দ্বিতীয়ত, যে সব লোকেরা সত্যিই আলোকপ্রাপ্ত, যাদের সম্পর্কে এই নিশ্চিতি দেওয়া যায় যে তারা অন্ধবিশ্বাসে একটি কথাও মানবে না, বিবেকের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলবে না, তারা যেন যে-কোনো দুরূহতাই স্বীকার করতে ভয় না পায়, গুরুত্বসহকারে যে লক্ষ্য তারা নিয়েছে তা অর্জনের কোনো সংগ্রামেই ভীত না হয়।

আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটায় উন্নয়ন নিয়ে আমরা আজ পাঁচ বছর ছোটাছুটি করেছি, কিন্তু সেটা কেবল ছোটাছুটিই, পাঁচ বছরে যার কেবল অনুপযোগিতা, এমনকি নিষ্ফলতা, এমনকি ক্ষতিকরতাই প্রমাণিত হয়েছে। ছুটোছুটি বলে তাতে ভাব হয়েছে যেন কাজ করছি, কিন্তু আসলে তাতে আমাদের প্রতিষ্ঠান ও আমাদের মস্তিষ্ক ভারাক্রান্তই হয়েছে।

দরকার যাতে অবশেষে ব্যাপারটা দাঁড়ায় ভিন্নরকম।

এই নিয়ম মেনে চলা দরকার : বরং সংখ্যায় কম হোক, কিন্তু গুণে উঁচু হোক। এই নিয়ম মানা দরকার : পাকাপোক্ত মানব সম্পদ পাবার কোনো ভরসা না রেখে তাড়াহুড়োর চেয়ে বরং দুই এমনকি তিন বছর মেয়াদও ভালো।

আমি জানি যে এ নিয়মটা মেনে চলা ও আমাদের বাস্তব অবস্থায় প্রয়োগ করা কঠিন হবে। আমি জানি যে হাজারটা ফাঁক দিয়ে উল্টো নিয়মটা আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়বে। আমি জানি যে প্রতিরোধ দিতে হবে প্রচণ্ড, অধ্যবসায় দেখাতে হবে দানবিক। এক্ষেত্রের কাজটা হবে, অন্তত প্রথম বছরে, যাচ্ছেতাই রকমের অকৃতার্থ। তাসত্ত্বেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে কেবল এই রকম কাজ দিয়েই আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারব এবং কেবল এই লক্ষ্য অর্জন করেই আমরা এমন প্রজাতন্ত্র গড়ব যা সত্য করেই সোভিয়েত, সমাজতান্ত্রিক ইত্যাদি আখ্যার যোগ্য।

আমার প্রথম প্রবেন্ধ আমি যে সংখ্যাগুলো দিয়েছি* সেটা খুব সম্ভব অনেক পাঠকের কাছেই বড়ো বেশি অল্প বলে মনে হয়েছে। আমার বিশ্বাস যে সংখ্যাগুলোর অল্পতা প্রমাণের মতো অনেক হিসেব করা যায়। কিন্তু আমার ধারণা ওই ধরনের সমস্ত হিসেবের ওপরে একটা জিনিসকে স্থান দেওয়া উচিত : সত্যসত্যই আদর্শস্থানীয় উৎকর্ষের স্বার্থকে।

* বর্তমান সংকলনের ৪৫-৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আমার ধারণা, আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটার পক্ষে ঠিক এখনি এমন একটা সময় এসেছে যখন সমস্ত গুরুত্বসহকারে তার জন্য যথাবিধি খাটা দরকার, আর সে কাজে তাড়াহুড়োই হবে প্রায় সব থেকে ক্ষতিকর। সেইজন্য আমি সংখ্যাগুলা বাড়াবার বিরুদ্ধে খুবই হুঁশিয়ারি দিয়েছি। উল্টে আমার মতে, এক্ষেত্রে সংখ্যার ব্যাপারে বিশেষ রকম কার্পণ্যই করা উচিত। সোজাসুজিই বলি। শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের জনকমিশারিয়েতের বর্তমানে বিন্দুমাত্র প্রতিষ্ঠা নেই। সবাই জানেন যে আমাদের শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনটির চেয়ে নিকৃষ্ট সংগঠিত প্রতিষ্ঠান আর নেই এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে এই জনকমিশারিয়েতের কাছ থেকে আর কিছু আশা করা যায় না। এইটে আমাদের আচ্ছা করে মনে রাখা দরকার,—যদি অবশ্য কয়েক বছরের মধ্যে সত্যি করেই এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কর্তব্য আমরা নিই যাকে প্রথমত হতে হবে আদর্শস্বরূপ, দ্বিতীয়ত, যা অবশ্য-অবশ্যই সবাইকার আস্থা উদ্রেক করবে এবং তৃতীয়ত, সবার কাছেই প্রমাণ করেদেবে যে আমরা কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের মতো উচ্চ সংস্থার কাজকে সঙ্গত প্রমাণ করেছি। আমার মতে, কর্মচারীদের সংখ্যা নিয়ে সাধারণ হার যা কিছু আছে তা সব অবিলম্বে ও চূড়ান্তরূপে ঝেঁটিয়ে দূর করা উচিত। শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের কর্মচারীদের আমাদের বাছাই করতে হবে খুবই বিশেষভাবে এবং কেবল কঠোরতম পরীক্ষার ভিতিতেই। জনকমিশারিয়েতটা আসলে কী দাঁড়াবে যদি সেখানে কাজ চলে কোনোক্রমে, নিজের প্রতি ফের এতটুকু আস্থার উদ্রেক না ঘটিয়ে এবং যার কথার কর্তৃত্ব থাকছে অপরিসীম কম? আমার ধারণা, আমরা বর্তমানে যা ভাবছি সে ধরনের ঢেলে সাজার ক্ষেত্রে ওটা পরিহার করাই হবে আমাদের প্রধান কর্তব্য।

কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সদস্য হিসেবে যেসব শ্রমিকদের আমরা টেনে আনব, কমিউনিস্ট হিসেবে তাদের হতে হবে নিখুঁত, এবং আমার ধারণা কাজের পদ্ধতি ও লক্ষ্যে তালিম দেবার জন্য তাদেরকে নিয়ে দীর্ঘদিন খাটতে হবে। তারপর, একাজে সাহায্যকারী হতে হবে নির্দিষ্ট সংখ্যক সেক্রেটারি-কর্মীদের, যাদের কাজে নিয়োগের আগে ত্রিবিধ যাচাই দরকার। শেষত, ব্যতিক্রম হিসেবে যে সব কর্মকর্তাদের আমরা অবিলম্বেই শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের কর্মচারী পদে বহাল রাখা ঠিক করব তাদের নিম্নোক্ত শর্ত মেটাতে হবে :

প্রথমতঃ, তাদের সুপারিশ আসা চাই জনকয়েক কমিউনিস্টের কাছ থেকে,

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটা বিষয়ে জ্ঞানের পরীক্ষায় তাদের উত্তীর্ণ হতে হবে,

তৃতীয়তঃ, আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটার তত্ত্বের মূলকথাগুলো, প্রশাসন, কর্মনির্বাহ ইত্যাদি বিদ্যার মূল কথাগুলি নিয়ে একটা পরীক্ষায় তাদের উত্তীর্ণ হতে হবে,

চতুর্থতঃ, কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে এবং নিজেদের সেক্রেটারিয়েটের সঙ্গে তাদের এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে আমরা সমগ্রভাবে এ যন্ত্রটির কাজ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি।

আমি জানি যে এ দাবিগুলিতে মাত্রাতিরিক্ত কড়া শর্ত ধরা হচ্ছে এবং আমার খুবই আশঙ্কা আছে যে শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের অধিকাংশ 'ব্যবহারিক কর্মী এ দাবিগুলিকে অপূরণীয় ঘোষণা করবে অথবা সতাচ্ছিল্যে ব্যঙ্গ করবে। কিন্তু শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের বর্তমান নেতাদের অথবা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যক্তিকে আমি জিজ্ঞাসা করব, তিনি কি আমাকে বিবেক মেনে বলতে পারেন, শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের মতো জনকমিশারিয়েতের প্রয়োজন কার্যত কী? আমর ধারণা এ প্রশ্নে তাঁর মাত্রাজ্ঞানলাভে সাহায্য হবে। হয় শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের মতো একটা আশাহীন অপদার্থ ব্যাপারের পুনর্গঠনে নেবে লাভ নেই, যা আমরা নেক করেছি, নয় ধীর, দুরূহ, অসচরাচর পথে বহুসংখ্যক যাচাইয়ের মধ্যে দিয়ে সত্যসত্যই আদর্শমূলক একটা কিছু সৃজনের কর্তব্য আমাদেরসত্যসত্যই নেওয়া দরকার, যা সর্বজনের মধ্যে শ্রদ্ধার উদ্রেক করতে সমর্থ এবং সেটা নিতান্ত তার পদ ও নামের দাবিতে নয়।

ধৈর্যে যদি না কুলোয়, ও কাজে যদি বছর কয়েক না দিতে পারা যায়, তাহলে আদৌ তা হাতে নেওয়া উচিত নয়।

আমার মতে, শ্রমের উচ্চতম ইনস্টিটিউট ইত্যাদি নিয়ে আমরা যেসব প্রতিষ্ঠান পাকিয়ে তুলেছি, তার মধ্য থেকে ন্যূনতম কয়েকটি বেছে, পুরোপুরি গুরুত্বসহকারে যে তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা যাচাই করে, শুধু এমনভাবেই কাজ চালিয়ে যাওয়া দরকার, যাতে সেটা সত্যসত্যই আধুনিক বিজ্ঞানের উচ্চতানুযায়ী হয় এবং তার সমস্ত ফলশ্রুতি আমার পাই। সে ক্ষেত্রে কয়েকবছরের মধ্যে এমন একটা প্রতিষ্ঠান পাওয়া যাবে বলে আশা করা ইউটোপীয় হবে না, যা তার দায়িত্ব পালনে সমর্থ, যথা : শ্রমিক শ্রেণীর, রুশ কমিউনিস্ট পার্টির এবং আমাদের প্রজাতন্ত্রের সমগ্র জনসাধারণের আস্থা অর্জন করে আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটির উন্নয়নের জন্য নিয়মিত ও অটলভাবে খাটা।

এ কাজটার জন্য প্রস্তুতি শুরু করা যায় এখনি। শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের জনকমিশারিয়েত যদি পুনর্গঠনের বর্তমান পরিকল্পনাটিতে সম্মত হয়, তাহলে জনকমিশারিয়েত এখনই প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ নিতে পারে এবং তাড়াহুড়ো না করে, একদা যা করা হয়েছে তা ঢেলে সাজতে আপত্তি না করে পরিপূর্ণ সমাপ্তি পর্যন্ত নিয়মিতভাবে কাজ করে যেতে পারে।

এক্ষেত্রে যে-কোনো আধখেঁচড়া সিদ্ধান্ত হবে চূড়ান্ত মাত্রায় ক্ষতিকর। শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনেরকর্মচারীসংখ্যা বাবদে অন্যান্য সব বিবেচনা থেকে টানা সব কিছু হারই হবে মূলত সাবেকী আমলাতান্ত্রিক বিবেচনা, সাবেকী কুসংস্কারের ভিত্তিতে, সেই ভিতিতে যা নিন্দিত হয়ে গেছে, যাতে সাধারণে উপহাই করে ইত্যাদি।

মূলত, প্রশ্নটা এখানে এই :

হয় এখন এইটে দেখানো যে আমরা রাষ্ট্রীয় নির্মাণের ব্যাপারে কিছু একটা জিনিস গুরুত্ব দিয়েই শিখেছি (পাঁচ বছরে কিছু একটা শেখায় পাপ নেই), নয়তো আমরা ততটা পরিপক্ক হই নি এবং সে ক্ষেত্রে কাজটা হাতে নেওয়ারই মানে হয় না।

আমার ধারণা, মানবিক উপকরণ আমাদের যা আছে তাতে একথা বললে ঔদ্ধত্য হবে না যে অন্তত একটি জনকমিশারিয়েতকে প্রণালীবদ্ধভাবে নতুন করে গড়ে তোলার মতো যথেষ্ট শিক্ষা আমরা লাভ করেছি। অবশ্য ওই একটি জনকমিশারিয়েত দিয়ে আমাদের গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে নির্ধারিত করতে হবে তা সত্যি।

সাধারণভাবে শ্রমের এবং বিশেষ করে পরিচালনবিষয়ক শ্রমের সংগঠন নিয়ে দুটি কি বেশি পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য এখনই প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হোক। ভিত্তি হিসেবে ইয়েরমানস্কির যে বইটি ইতিমধ্যেই আমাদের হাতে আছে সেটা নেওয়া যেতে পারে যদিও, বন্ধনীর মধ্যে বলি যে, স্পষ্টতই মেনশেভিকবাদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি আছে এবং সোভিয়েত রাজের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনার পক্ষে তিনি অযোগ্য। তা ছাড়া ভিত্তি হিসেবে কেরজেনৎসেভের সাম্প্রতিক বইটি নেওয়া যেতে পারে, শেষথ, আংশিক যেসব সহায়িকাপুস্তক আছে, তার কোনো কোনোটাও কাজে লাগতে পারে।

সাহিত্য সংগ্রহ ও প্রশ্নটির অধ্যয়নের জন্য জনকয়েক পরিশীলিত ও বিবেকবান লোককে জার্মানি বা ইংলন্ডে পাঠানো উচিত। ইংলন্ডের কথা বলছি সেই ক্ষেত্রে যদি আমেরিকা বা কানাডায় পাঠানো সম্ভব না হয়। শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের প্রার্থী কর্মচারীদের জন্য পরীক্ষার একটি প্রাথমিক কার্যক্রম রচনার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করা হোক, কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সভপদের যাঁরা প্রার্থী, তাঁদের জন্যও তাই।

এই এবং অনুরূপ সব কাজ বলাই বাহুল্য শ্রমিককৃষক পরিদর্শনের জনকমিশার বা মণ্ডলী অথবা কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সভাপতিমণ্ডলী কারোরই অসুবিধা ঘটাবে না।

এসবের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সভ্যপদের প্রার্থী সন্ধানের জন্য একটি প্রস্তুতি কমিশনও নিয়োগ করতে হবে। আশা করি, ও পদের জন্য বর্তমানে যথেষ্টর বেশি প্রার্থী পাওয়া যাবে

যেমন সমস্ত দপ্তরের অভিজ্ঞ কর্মীদের মধ্য থেকে তেমনি আমাদের সোভিয়েত বিদ্যালয়গুলির ছাত্রদের মধ্য থেকে। আগে থেকেই কোনো একটা বর্গকে বাদ দেওয়া বড়ো একটা সঠিক হবে না। খুব সম্ভবত, প্রতিষ্ঠানটির বিমিশ্র সংবিন্যাসই পছন্দ করতে হবে, তাতে আমাদের বহু গুণের মিলন, ভিন্নমুখী যোগ্যতার মিলন চাইতে হবে, সুতরাং প্রার্থী তালিকা রচনার কাজে এক্ষেত্রে খাটতে হবে। যেমন, খুবই অবাঞ্ছনীয় হবে যদি নতুন জনকমিশারিয়েত কেবল এক ছাঁচে ঢালা হয়, ধরা যাক, কেবল কর্মকর্তা চরিত্রের লোকেরদের নিয়ে, অথবা আন্দোলন চরিত্রের লোকেদের বাদ দিয়ে, অথবা মিশুকেপনা বা এই ধরনের কর্মীরা যে সব মহলে খুব অভ্যস্ত নয় সেখানে ঢুকতে পারা ক্ষমতা যাদের বৈশিষ্ট্য, তাদের বাদ দিয়ে ইত্যাদি।

আমার মনে হয়, আমার কথাটা সবচেয়ে ভালো বোঝানো যাবে যদি আকাদমি ধরনের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার পরিকল্পনার তুলনা করি। কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সভ্যরা তাদের সভাপতিমণ্ডলীর নেতৃত্বে পলিটব্যুরোর সমস্ত কাগজপত্র ও দলিল নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করার কাজ চালিয়ে যাবে। সেই সঙ্গে সবচেয়ে ছোটে ও ব্যক্তিগত থেকে শুরু করে আমাদের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যধারা যাচাইয়ের বিভিন্ন কাজে সঠিকভাবে তাদের সময় বণ্ট করতে হবে। শেষত, তাদের কাজের মধ্যে পড়বে তত্ত্বের অনুশীলন অর্থাৎ যে কাজটা তারা গ্রহণের সংকল্প করছে তার সংগঠনের তত্ত্ব এবং পুরনো কমরেডদের নেতৃত্বে অথবা উচ্চতম শ্রমসংগঠন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপকদের পরিচালনায় ব্যবহারিক কাজ।

কিন্তু আমার ধারণা, এই ধরনের আকাদমিক কাজে সীমাবদ্ধ থাকা তারে পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না। এ সবের সঙ্গে তাদের যে কাজগুলোরজন্য তৈরি হতে হবে সেটাকে আমি সোজাসুজি জোচ্চোর না বললেও ওই ধরনের লোকেদের ধরারজন্য প্রস্তুতি এবং নিজেদের গতিবিধি ইত্যাদি গোপন রাখার মতো বিশেষ ফন্দি-ফিকির উদ্ভাবন বলতে লজ্জিত নই।

পশ্চিম ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে যদি বা এরূপ প্রস্তাবে অশ্রুতপূর্ব ভোক্ষ, নৈতিক রোষ ইত্যাদির উদ্রেক হয়, তাহলে, আমার আশা আছে, আমরা সেরূপ সামর্থ্য দেখাবার মতো এখনো অতটা আমলাতান্ত্রিক হয়ে উঠি নি। আমাদের নয়া আর্থনীতিক পলিসি এখনো এতটা মর্যাদা লাভ করে উঠতে পারে নি যে এক্ষেত্রে কাউকে ধরা সম্ভব ভেবে কেউ আহত বোধ করবে। আমাদের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রটি এতই অল্পদিন আগে নির্মিত হয়েছে এবং নানা ধরনের আবর্জনার স্তূপ এতই পড়ে আছে যে কিছু কিছু চালাকির সাহায্যে, মাঝে মাঝে যথেষ্ট দূরবর্তী একটা লক্ষ্যের দিকে বা যথেষ্ট ঘুরপথে সন্ধান মারফত সে আবর্জনায় খননকার্য চালানো সম্ভব ভেবে আহত বোধ করার কথা কারো মনে হবে কিনা সন্দেহ, আর যদি মনেই হয়, তাহলে আমি নিশ্চিত যে সেরূপ লোককে নিয়ে আমরা সর্বান্তঃকরণেই হাসাহাসি করব।

আশা করা যাক আমাদের শ্রমিক কৃষক পদির্শন সেই গণটাকে বর্জন করবে যাবে ফরাসীরা বলে হত্রপ্রত্রপ্র, আমরা তাকে বলতে পারি হাস্যকর গুমোর অথবা হাস্যকর ভারিক্কিপনা, যা আমাদের যেমন সোভিয়েত তেমনি পার্টির আমলাতন্ত্রীদেরই পুরোপুরি কাজে লাগে। বন্ধনীর মধ্যে বলা যাক, আমলাতন্ত্র আমাদের এখানে দেখা যায় কেবল সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানে নয়, পার্টি সংস্থাতেও।

আগে যে আমি বলেছি যে আমাদের পাঠ নেওয়া দরকার এবং সে পাঠ নিতে হবে উচ্চতম শ্রম-সংগঠন ইনস্টিটিউটগুলিতে, তার অর্থ মোটেই এই নয় যে ‘পাঠ’ বলতে আমি খানিকটাইশকুল ধরনের পাঠ বুঝিয়েছি, অথবা ‘পাঠ’ বলতে আমি কেবল ইশকুলী পাঠে সীমাবদ্ধ থাকার কথা ভেবেছি। আশা করি কোনো সাঁচ্চা বিপ্লবীই এই সন্দেহ করবে না যে এক্ষেত্রে ‘পাঠ’ বলতে আমি কোনো আধামজাদার চালাকি, কোনো একটা ধূর্তামি, কোনো একটা ফন্দি বা ওই ধরনের কিছু একটা ভাবতে অস্বীকার করছি। আমি জানি যে পশ্চিম ইউরোপের রাশভারী গুরুগম্ভীর রাষ্ট্রে এ কথায়

সত্যকারের আতঙ্ক জাগবে এবং সভ্যভব্য কোনো পদাধিকারীই এমন কি ওটারআলোচনাতেও রাজী হবে না। কিন্তু আমার ধারণা আমরা এখনো যথেষ্ট আমলাতান্ত্রিক হয়ে উঠি নি এবং এ কথা নিয়ে আলোচনায় আমাদের এখানে ফূর্তি ছাড়া আর কিছুই জাগবে না।

বাস্তবিকই, প্রীতিকরের সঙ্গে হিতকরকে কেন মেলাব না? কিছু একটা হাস্যকর, কিচু একটা ক্ষতিকর, কিছু একটা আধা-হাস্যকর, আধা-ক্ষতিকর ইত্যাদিকে উদ্ঘাটনের জন্য কেন কাজে লাগাব না রগুড়ে অথবা আধা-রগুড়ে কোনো একটা চালাকি?

আমার মনে হয় যে আমাদের শ্রমিক কৃষক পরিদর্শন যদি কথাটা তাদের বিবেচনায় রাখে, তাহলে তাদের লাভ কম হবে না এবং যেসব ঘটনার মাধ্যমে আমাদের কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশন অথবা শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনে তাদের সহযোগীরা কতকগুলি চমৎকার বিজয় লাভ করেছে তার তালিকা কম সমৃদ্ধ হবে না আমাদের ভবিষ্যৎ 'শ্রমিক কৃষক পরিদর্শন কর্মী' ও কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশন সদস্যদের এমন সব স্থানে অভিযানে, সুগম্ভীর ও পরিপাটী পাঠ্যপুস্তকগুলোয় যার কথা ঠিক উল্লেখযোগ্য হয় না।

সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পার্টি প্রতিষ্ঠানকে কীভাবে সংযুক্ত করা সম্ভব? অননুমোদনীয় কিছু একটা হচ্ছে না কি?

প্রশ্নটা আমি নিজের পক্ষ থেকে নয়, রাখছি তাদের পক্ষ থেকে, আগে যাদের বিষয়ে ইঙ্গিত করেছি এই বলে যে আমাদের এখানে শুধু সোভিয়েত সংস্থায় নয়, পার্টি সংস্থাতেও আমলাতন্ত্রী আছে।

আসলে, কাজের স্বার্থে দরকার হলে কেনই বা দুটোকে সম্মিলিত করা হবে না? কেউ কি সত্যিই কখনো খেয়াল করে নি যে পররাষ্ট্রের মতো জনকমিশারিয়েতে এই ধরনের সম্মিলনে অসামান্য উপকার হচ্ছে এবং তা আচরিত হচ্ছে তার একেবারে গোড়া থেকে? বিদেশী শক্তিদের (কম শোভন একটা কথা না বলতে হলে বলা যাক) ধূর্ততা কাটাবারজ ন্য তাদের চালের জবাবে আমাদের চাল নিয়ে ছোটো বড়ো বহু প্রশ্নই পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পলিটব্যুরোয় আলোচনা হয় না কি? পার্টির সঙ্গে সোভিয়েতের এই নমনীয় সম্মেলনই কি আমাদের রাজনীতিরঅসাধারণ শক্তির উৎস নয়? আমি মনে করি, যে জিনিস তার কার্যকারিতা প্রমাণ করেছে, আমাদের পররাষ্ট্র নীতিতে কায়েমী হয়ে এতই রীতিতে দাঁড়িয়েছে যে ও ক্ষেত্রে তাতে আর কোনোই সন্দেহ জাগে না, সেটা আমাদেরগোটা রাষ্ট্রযন্ত্রটার ক্ষেত্রেও অন্তত সমান উপযোগী (আমার ধারণা অনেক বেশি উপযোগী)। আর আমাদের শ্রমিক কৃষক পরিদর্শন তো আমাদের গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রটার জন্যই, তার ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পড়া উচিত বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত ও সর্ববিধ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান—স্থানীয়, কেন্দ্রীয়, বাণিজ্যিক, বিশুদ্ধ আমলাতান্ত্রিক, শিক্ষাগত, মহাফেজখানা সংক্রান্ত, নাট্যসংক্রান্ত ইত্যাদি ইত্যাদি—বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত।

এরূপ ব্যাপক আওতার যে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে তদুপরি দরকারতার ক্রিয়াকলাপের রূপের অসাধারণ নমনীয়তা, তার ক্ষেত্রে পার্টি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের একটা স্বকীয় ধরনের মিলন অনুমোদিত হবে না কেন?

আমি এতে কোনো প্রতিবন্ধক দেখছি না। শুধু তাই নয়। আমার ধারণা এরূপ মিলনই হল সার্থক কাজের একমাত্র গ্যারান্টি। আমার ধারণা, এব্যাপারে সবকিছু সন্দেহ উঠছে আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটার সবচেয়ে ধুলোজমা কোণগুলো থেকে এবং একমাত্র উপহাসেই তাদের জবাব দেওয়া উচিত।

আরেকটি সন্দেহ? শিক্ষাগত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে প্রশাসনগত ক্রিয়াকলাপ সংযুক্ত করা কি চলবে? আমার মনে হয়, চলবে শুধু নয়, উচিতই হবে। সাধারণভাবে বললে, পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্র প্রসঙ্গে আমাদের সমস্ত বৈপ্লবিকতা সত্ত্বেও একরাশ অতি ক্ষতিকর ও হাস্যকর কুসংস্কারে আমরা

সংক্রামিত হতে পেরেছি, এবং অংশত এ সংক্রমণ ইচ্ছে করেই ঘটিয়েছে আমাদের আদরের আমলাতন্ত্রীরা, মতলব করেই তারা হিসেব করেছে যে ওই ধরনের কুসংস্কারের ঘোলা জলে তারা একাধিকবার মাছ ধরবে, এবং সে ঘোলা জলে তারা এতই মাছ ধরে যাচ্ছিল যে আমাদের মধ্যেকার অন্ধরাই কেবল দেখে নি কত ব্যাপকভাবে মাছ ধরা চলছিল।

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের সমস্ত ক্ষেত্রেই আমরা সাঙ্ঘাতিক বিপ্লবী। কিন্তু পদভক্তিতে, আপিসীকাজের কেতাকায়দা পালনে আমাদের বৈপ্লবিকতা বদলে যায় একেবারেই ছাতাপড়া রুটিনপনায়। সামাজিক জীবনে একটা বৃহত্তম সম্মুখ-ঝম্প কীভাবে ক্ষুদ্রতম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিক ভীরুতার সঙ্গে মিলছে, এই মজার ঘটনাটা এখানে একাধিকবার দেখা যাবে।

সেটা বোঝা যায়, কেননা সবচেয়ে অগ্রপদক্ষেপগুলি হয়েছিল যে ক্ষেত্রে সেটা ছিল তত্ত্বের রাজ্য, সে ক্ষেত্রটায় প্রধানত, এমনকি একমাত্র তত্ত্বের চর্চাই চলেছে। রুশী মানুষ জঘন্য আমলাতান্ত্রিক বাস্তবতা থেকে ফিরে ঘরে বসে মন উজাড় করেছে অসাধারণ সাহসী সব তাত্ত্বিক নির্মাণে, এবং সেই কারণে অসাধারণ এই সব নির্ভীক তাত্ত্বিক নির্মাণগুলির চরিত্র আমাদেরএখানে হয়েছে অস্বাভাবিক একপেশে। আমাদের এখানে সাধারণ নির্মাণের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক সাহসিকতার পাশাপাশি থেকেছে তুচ্ছতম কোনো দপ্তরী সংস্কারের ক্ষেত্রে আশ্চর্য ভীরুতা। কোনো একটা বৃহত্তম বিশ্বজনীন ভূমি-বিপ্লবের ছক রচিত হল এমন সাহসিকতায় যা অন্য কোনো দেশে অভূতপূর্ব, অথচ সেই সঙ্গে যৎসামান্য কোনো দপ্তরী সংস্কারের মতো কল্পনা জোগাল না। সাধারণ প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে যে সব প্রতিপাদ্য থেকে এমন চমৎকার ফল মিলল, তাকে এই সংস্কারটির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে কল্পনায় অথবা ধৈর্যে কুলাল না।

সেইজন্যই আমাদের বর্তমান জীবনধারায় মরীয়া দুঃসাহসিকতার সঙ্গে সামান্যতম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে চিন্তার ভীরুতা আশ্চর্যভাবে মিলে আছে।

আমার ধারণা, সত্যিকারের কোনো মহাবিপ্লবেই তা না হয়ে যায় নি, কেননা সত্যিকারের মহাবিপ্লবের জন্ম হয় সাবেকীর সঙ্গে, সাবেকীটার চর্চায় যা পরিচালিত তার সঙ্গে নতুনের দিকে যাবার বিমূর্ত প্রবণতার বিরোধ থেকে—আর সেটা এতই নতুন হওয়ার কথা যে পুরনোর কণামাত্র থাকা চলবে না।

আর এ বিপ্লব হবে যত প্রচণ্ড, একগুচ্ছ এ ধরনের বিরোধ টিকে থাকার কালটাও হবে তত দীর্ঘ।

আমাদের বর্তমান জীবনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল এই : পুঁজিবাদী শিল্প আমরা ধ্বংস করেছি, মধ্যযুগীয় প্রতিষ্ঠান ও জমিদারী ভূমিমালিকানা ধূলিসাৎ করার জন্য যথাসাধ্য করেছি এবং তাতে করে ক্ষুদে ও অতিক্ষুদে চাষীখামারীর একটা শ্রেণী গড়েছি যা প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্ব অনুসরণ করছে, কারণ প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী কর্মের ফলে তার বিশ্বাস আছে। কিন্তু অধিকতর অগ্রসর দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত কেবল এই বিশ্বাসের জোরে চলতে থাকা আমাদেরপক্ষে সহজ নয়, কারণ বিশেষ করে নয়া অর্থনৈতিক পলিসির আমলে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনের জন্য ক্ষুদে ও অতিক্ষুদে চাষীদের সম্প্রদায় টিকে থাকে শ্রমোৎপাদিকর চূড়ান্ত নিচু মাত্রায়। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক অবস্থাও রাশিয়াকে পিছনে ঠেলে দিয়েছে ও জনগণের শ্রমোৎপাদিকাকে এমন একটা মাত্রায় নামিয়ে দিয়েছে যা যুদ্ধ পূর্বের চেয়ে অনেক নিচু। পশ্চিম ইউরোপীয় পুঁজিবাদী শক্তিরা অংশত ইচ্ছে করে এবং অংশত স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের পেছনে ঠেলে দেবার জন্য, রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধের উপাদানগুলিকে ব্যবহার করে দেশে যথাসম্ভব সর্বনাশ ছড়াবার জন্য তাদের যথাসাধ্য করেছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে বেরবার এই উপায়টাই তাদের কাছে বহু সুবিধাজনক বলে মনে হয়েছিল : আমরা যদি রাশিয়ার বিপ্লবী ব্যবস্থাকে পরাস্ত করতে না পারি, তাহলে অন্ততপক্ষে সমাজতন্ত্রের দিকে তার প্রগতি ব্যাহত

করব,—প্রায় এইভাবেই যুক্তি দিয়েছিল এই সব শক্তিরা এবং তাদের দৃষ্টি থেকে শুধু এইভাবেই যুক্তি দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব। পরিণামে, তাদের সমস্যার সমাধান হল শুধু আধাআধি। বিপ্লবসৃষ্ট নতুন ব্যবস্থার উচ্ছেদ করতে তারা ব্যর্থ হল, কিন্তু যে অগ্রপদক্ষেপ নিলে সমাজতন্ত্রীদের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হতে পারত, প্রচণ্ড গতিতে উৎপাদন-শক্তি বাড়াতে ও সেই সমস্ত সম্ভাবনা তারা বিকশিত করতে পারত যা একত্র করলে দাঁড়াত সমাজতন্ত্র ও এইভাবে পরিষ্কার করে, চাক্ষুষভাবে সকলের কাছেই প্রমাণ করে দিত যে সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তরে রয়েছে অতিকায় শক্তি এবং মানবজাতি এবার প্রবেশ করেছে বিকাশের এক নতুন স্তরে ভবিষ্যৎ অসাধারণ প্রোজ্জ্বল—সেই অগ্রপদক্ষেপ গ্রহণটায় তারা সঙ্গেসঙ্গই বাধা দেয়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যে ব্যবস্থা বর্তমানে রূপ নিয়েছে তাতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির একটি রাষ্ট্র জার্মানি বিজেতা দেশগুলি দ্বারা দাসত্বে বাঁধা পড়েছে। অধিকন্তু, কতকগুলি দেশের, সবচেয়ে পুরনো পশ্চিমী দেশগুলির অবস্থা বিজয়ের ফলে এমন যে তারা তাদের বিজয়কে ব্যবহার করে নিজেদের নিপীড়িত শ্রেণীগুলিকে কিছু গৌণ সুবিধাদান করতে পারছে—এ সুবিধা গৌণ হলেও তা ঐ সব দেশের বিপ্লবী আন্দোলনকে ব্যাহত করছে এবং সামাজিক শান্তির কিছুটা আমেজ সৃষ্টি করছে।

সঙ্গে সঙ্গে, বিগত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলেই, প্রাচ্য, ভারত, চীন প্রভৃতি কতকগুলি দেশ পুরোপুরি তাদের কোটরচ্যুত হয়ে গেছে। তাদের বিকাশ নিশ্চিতরূপেই সাধারণ ইউরোপীয় পুঁজিবাদী ধারায় সরে এসেছে এবং সাধারণ ইউরোপীয় আলোড়ন তাদের মধ্যেও শুরু হয়েছে। সারা বিশ্বের কাছে এখন এ কথা স্পষ্ট যে তারা যে বিকাশ ধারার মধ্যে গিয়ে পড়েছে তাতে সমগ্র বিশ্ব পুঁজিবাদের ক্ষেত্রেই একটা সংকট সৃষ্টি না করে যাবে না।

সুতরাং আমরা এখন এই প্রশ্নের মুখে : আমরা কি আমাদের ক্ষুদে এবং অতিক্ষুদে কৃষি-উৎপাদন ও আমাদের বর্তমান ধ্বংসাবস্থা নিয়ে ততদিন টিকে থাকতে পারব যতদিন না পশ্চিম ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশগুলি সমাজতন্ত্রের দিকে তাদের অগ্রগতি সফল করছে? কিন্তু এ তারা করছে ঠিক আমরা যেভাবে আগে আশা করেছিলাম সেভাবে নয়। সমাজতন্ত্রের ক্রম পরিপক্বতার দ্বারা তারা তা করছে না, করছে কতকগুলি দেশ কর্তৃক অন্য কতকগুলি দেশের শোষণ দ্বারা, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে পরাজিত প্রথম দেশটিকে শোষণের সঙ্গে সমগ্র প্রাচ্যের শোষণ যুক্ত করে। অন্যদিকে, প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলেই প্রাচ্য নিশ্চিতরূপেই বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে, বিশ্ববিপ্লবী আন্দোলনের সাধারণ ঘূর্ণাবর্তে নিশ্চিতই এসে পড়েছে।

এই পরিস্থিতির ফলে আমাদের দেশে কোন রণকৌশল প্রযোজ্য? স্পষ্টতই এই : শ্রমিক শাসনের সংরক্ষণ এবং ক্ষুদে ও অতিক্ষুদে কৃষকের ওপর তার নেতৃত্ব ও প্রভাব বজায় রাখার জন্য আমাদের চূড়ান্ত সাবধানতা দেখাতে হবে। আমাদের সুবিধা এই যে সমগ্র বিশ্ব এমন একটা আন্দোলনের মধ্যে চলে যেতে শুরু করেছে, যা থেকে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সৃষ্টি অনিবার্য। কিন্তু আমরা এই অসুবিধার মধ্যে আছি যে সাম্রাজ্যবাদীরা দুনিয়াকে দুই শিবিরে বিভক্ত করে দিতে সমর্থ হয়েছে, এবং এই বিভাগ আরো জটিল হয়ে পড়েছে এইজন্য যে সত্যই অগ্রসর সংস্কৃতি-সম্পন্ন, পুঁজিবাদী বিকাশের দেশ জার্মানির পক্ষে খাড়া হয়ে দাঁড়ানো খুবই কঠিন। পশ্চিম বলতে যা বোঝায় সেই পশ্চিমের সমস্ত পুঁজিবাদী শক্তিই তাকে ঠুকরে খাচ্ছে, তাকে দাঁড়াতে দিচ্ছে না। অন্যদিকে, মানবিক সহ্যের শেষ সীমায় উপনীত কোটি কোটি শোষিত মেহনতীর সমগ্র প্রাচ্য এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যে তার দৈহিক ও বৈষয়িক শক্তির সঙ্গে ক্ষুদ্রতর যে-কোনো পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রের দৈহিক, বৈষয়িক ও সামরিক শক্তির একেবারেই কোনো তুলনা চলে না।

এই সব সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে আসন্ন সংঘাত কি আমরা এড়াতে পারি? এই আশা কি করতে পারি যে পশ্চিমের সমৃদ্ধিশীল সাম্রাজ্যবাদী দেশগলির সঙ্গে পূর্বের সমৃদ্ধিশীল সাম্রাজ্যবাদীদেশগুলির আভ্যন্তরীণ বিরোধ ও সংঘাতের ফলে আমরা একটা দ্বিতীয় অবকাশের সুযোগ

পাব, যেমন পেয়েছিলাম প্রথমবার, যখন রুশ প্রতিবিপ্লবের সমর্থনে পশ্চিম ইউরোপীয় প্রতিবিপ্লবের অভিযান ভেঙে পড়েছিল পশ্চিম ও পূর্বের প্রতিবিপ্লবী শিবির, পশ্চিম ও পূর্বের শোষক শিবির, জাপান ও আমেরিকার শিবিরের মধ্যে বিরোধের দরুন ?

আমার ধারণা এ প্রশ্নের উত্তর হবে যে তা অনেক ঘটনার ওপর নির্ভরশীল, সমগ্রভাবে সংগ্রামের পরিণতি আগে থেকেই বলা যায় শুধু এই অর্থে যে পরিণামে গোলকের অধিকাংশ জনগণকে পুঁজিবাদ নিজেই সংগ্রামের জন্য শিক্ষা দান করছে, তৈরী করে তুলছে।

শেষ বিচারে, সংগ্রামের পরিণাম নির্ধারিত হবে এইজন্য যে রাশিয়া, ভারত, চীন ইত্যাদিতেই গোলকের বিপুল অধিকাংশ জনের বাস। বিগত কয়েক বছরে এই অধিকাংশটাই অসাধারণ দ্রুততায় আত্মমুক্তির সংগ্রামের মধ্যে এসে পড়ছে, ফলে এই দিক থেকে বিশ্ব সংগ্রামের পরিণাম ফল কী হবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না। এই অর্থে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় সম্পূর্ণ ও নিঃসংশয়ে নিশ্চিত।

কিন্তু আমাদের আগ্রহ সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের এই অবশ্যম্ভাবিতা বিষয়ে নয়, পশ্চিম ইউরোপীয় প্রতিবিপ্লবী রাষ্ট্রগণ কর্তৃক আমাদের ধ্বংস প্রতিহত করার জন্য আমরা রুশ কমিউনিস্ট পার্টি, আমরা রুশ সোভিয়েত রাজ কী রণকৌশল গ্রহণ করব সেই বিষয়ে। প্রতিবিপ্লবী সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমের সঙ্গে বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদী প্রাচ্যের, বিশ্বের সুসভ্যতম দেশগুলির সঙ্গে যা অধিকাংশের বাসভূমি সেই পশ্চাৎপদ প্রাচ্য দেশগুলির পরবর্তী সামরিক সংঘাত পর্যন্ত আমাদের অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে হলে এই অধিকাংশকে সভ্য হয়ে উঠতে হবে। আমরাও এমন যথেষ্ট সভ্য নই যাতে সোজাসুজি সমাজতন্ত্রে চলে যেতে পারি, যদিও তার রাজনৈতিক পূর্বসর্ত বর্তমান। নিজেদের বাঁচাতে হলে আমাদের নিম্নলিখিত রণকৌশল গ্রহণ করা বা নিম্নলিখিত রাজনীতি অনুসরণ করা দরকার।

এমন একটা রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করে যেতে হবে আমাদের যেখানে কৃষকদের প্রসঙ্গে মজুরেরা তাদের নেতৃত্ব বজায় রাখছে,যেখানে কৃষকদের আস্থা তাদের ওপর থাকছে এবং যেখানে সর্বোচ্চ মাত্রার ব্যয়-সংকোচ করে আমাদের সামাজিক সম্পর্ক থেকে অমিতব্যয় নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে।

আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে নিয়ে যেতে হবে ব্যয়-সংকোচের চূড়ান্ত মাত্রায়। জারতন্ত্রী রাশিয়া থেকে, তার আমলাতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী যন্ত্র থেকে যে প্রচুর অমিতব্যয়ের জের থেকে গেছে তা নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

সেটা কৃষক সংকীর্ণতার আমল হবে না কি ?

না। কৃষকসম্প্রদায়ের ওপর শ্রমিক শ্রেণী নেতৃত্ব বজায় রাখছে এই যদি আমরা করতে পারি, তাহলে দেশের অর্থনৈতিক জীবনে সর্বোচ্চ পরিমাণ ব্যয়-সংকোচ করে আমরা আমাদের সঞ্চিত প্রতিটি কোপেক ব্যবহার করতে পারব বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প বিকাশের জন্য, বিদ্যুতীকরণ, পীট-এর হাইড্রলিক নিষ্কাশনের জন্য, ভল্‌খভস্ত্রয়-এর (১৩) নির্মাণ-কাজ সমাধা করার জন্য ইত্যাদি।

এইখানে, কেবল এইখানেই আমাদের আশা। উপমা দিয়ে বললে, কেবল তখনই আমরা ঘোড়া বদলে নেব, কৃষক, চাষাড়ে, মরকুটে ঘোড়া, বিধ্বস্ত কৃষক দেশের উপযোগী মিতব্যয়ের ঘোড়াট থেকে প্রলেতারিয়েত যে ঘোড়া খুঁজছে, না খুঁজে পারে না, বৃহৎ যন্ত্রশিল্প, বিদ্যুতীকরণ, ভলখভস্ত্রয় ইত্যাদির সেই ঘোড়ায়।

এইভাবেই আমি মনে মনে আমাদের কাজ, আমাদের রাজনীতি, আমাদের রণকৌশল, আমাদের রণনীতির সাধারণ পরিকল্পনার সঙ্গে পুনর্গঠিত শ্রমিক কষক পরিদর্শনের কাজটাকে জড়িত করছি। এইজন্যই শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনকে একান্তরকমের একটা উচ্চতায় বসিয়ে, কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকারাদিসহ তাকে নেতৃত্বের স্থান ইত্যাদি দিয়ে যে ঐকান্তিক প্রযত্ন, যে একান্তিক মনোযোগ আমাদের তার জন্য ব্যয় করতে হবে, সেটা আমার কাছে ন্যায্য লাগছে।

ন্যায্য এই কারণে যে আমাদের যন্ত্রটার সর্বাধিক পরিশুদ্ধি মারফত, তার মধ্যে যা একান্তরূপে আবশ্যক নয় তেমন সবকিছুর সর্বাধিক হ্রাস মারফতই কেবল আমরা নিশ্চিতরূপে টিকে থাকতে পারব। এবং টিকে থাকতে আমরা পারব ক্ষুদে কৃষক দেশের মাত্রায় নয়, এই সার্বত্রিক সীমাবদ্ধতার মাত্রায় নয়, অটলভাবে ক্রমাগত বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের দিকে উত্থানশীল একটা মাত্রায়।

শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের জন্য এই সব বৃহৎ কর্তব্যের কথাই আমি ভাবছি। এইজন্যই আমি তাদের জন্য সর্বাধিক কর্তৃত্বশীল পার্টি শীর্ষের সঙ্গে সাধারণ জনকমিশারিয়েতকে মিলিয়ে দেবার পরিকল্পনা করছি।

২রা মার্চ ১৯২৩

ভ. ই. লেনিন রচনাবলী
৫ম রুশ সংস্করণ
৪৫শ খণ্ড, পৃঃ ৩৪৩-৪০৬

৪৯ নং 'প্রাভদা'
৪ঠা মার্চ ১৯২৩
স্বাক্ষর : ন. লেনিন

টীকা

(১) ১৯২২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর লেনিন সহসা ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েন, পরের কয়েক দিনে ভ্লাদিমির ইলিচের অবস্থা আরো গুরুতর হয়। তাঁর ডান হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ায় তিনি লিখতে পারেন নি, স্টেনোগ্রাফারের কাছে তাঁর নোটগুলির শ্রুতিলিপি দেন। ১৯২২ সালের ডিসেম্বরের শেষ থেকে ১৯২৩ সালের মার্চের প্রথম পর্যন্ত ভ্লাদিমির ইলচ যে সব পত্র ও প্রবন্ধের শ্রুতিলিপি দেন, তা এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হল।

কংগ্রেসের কাছে চিঠিতে আছে ১৯২২ সালের ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬শে ডিসেম্বরে, ১৯২২ সালের ২৯শে ডিসেম্বরে (কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির অনুচ্ছেদ প্রসঙ্গে), এবং ১৯২৩ সালের ৪ঠা জানুয়ারিতে (১৯২২ সালের ২৪শে ডিসেম্বরের চিঠির সংযোজন) দেওয়া নোট।

১৯২২ সালের ২৪-২৫শে ডিসেম্বরের নোট এবং ১৯২৩ সালের ৪ঠা জানুয়ারির যে নোটে কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্যদের চরিত্র বর্ণনা ছিল, তা লেনিনের ইচ্ছানুসারে ন. ক. ক্রুপস্কায়া পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে দেন ভ্লাদিমির ইলিচের মৃত্যুর পরে। ১৯২৪ সালের মে মাসে লেনিনের কংগ্রেসের কাছে চিঠি পার্টির ১৩শ কংগ্রেসের সদস্যদের কাছে পড়ে শোনানো হয়।

১৯২৬ সালের ডিসেম্বরে সারা ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ১৫শ কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত হয় যে কংগ্রেসের ক
এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সারা ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ১৫শ কংগ্রেসের ৩০ নং বুলেটিনে ১৯২২ সালের ২৪-২৫শে ডিসেম্বর ও ১৯২৩ সালের ৪ঠা জানুয়ারির নোট প্রকাশিত হয়েছিল। ১৫শ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের দ্বিতীয় অংশটি কিন্তু দীর্ঘকাল অপূর্ণ থাকে, লেনিন সংকলনে বা অন্য কোনো গ্রন্থে পার্টির আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন নিয়ে লেনিনের চিঠি প্রকাশিত হয় না। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে চিঠিগুলি পার্টির ২০শ কংগ্রেসের অবগতির জন্য পেশ করা হয় এবং পরে পার্টি সংগঠনগুলির কাছে প্রেরিত ও ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়, কমিউনিস্ট পত্রিকার ১৯৫৬ সালের ৯ নং সংখ্যায়, বিপুলসংখ্যক কপিতে প্রকাশিত বিশেষ পুস্তিকায়, এবং ভ. ই. লেনিন রচনাবলীর ৪র্থ রুশ সংস্করণের ৩৬তম খণ্ডে।

(২) ১৯১৭ সালের ১০ই (২৩শে) ও ১৬ই (২৯শে) অক্টোবর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের আত্মসমর্পণী আচরণের কথা বলা হচ্ছে। অবিলম্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির জন্য লেনিনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এতে তাঁরা বক্তৃতা ও ভোট দেন। উভয় অধিবেশনেই মোক্ষম প্রত্যাঘাত খেয়ে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ ১৮ই অক্টোবর মেনশেভিক 'নভায়া জিজন' পত্রিকায় বিবৃতি দেন যে বলশেভিকরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করছে এবং তারা এটাকে হঠকারিতা বলে মনে করেন। এতে করে পার্টির একটা একান্ত গোপন বিষয়,—অনতিকালের মধ্যেই অভ্যুত্থান সংগঠনের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের কথা সাময়িক সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয়। সেইদিনই ভ. ই. লেনিন বলশেভিক পার্টির সভ্যদের নিকট চিঠিতে এর তীব্র সমালোচন করেন ও এটাকে অশ্রুতপূর্ব দালালি বলে অভিহিত করেন। পৃঃ ৭

(৩) রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটিকে বিধানপ্রণয়নী ক্ষমতা দান প্রসঙ্গে চিঠিটি ন. ক. ক্রুপস্কায়া পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট দেন ১৯২৩ সালের জুনের গোড়ায়। ১৪ই জুন রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটি নিয়ে কমরেড লেনিনের নোট কেন্দ্রী কমিটির সভ্য ও প্রার্থী সভ্যদের নিকট প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয় পলিটব্যুরো। লেনিনের নির্দেশ রূপায়িত হয় রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ১৩শ সম্মেলনে গৃহীত অর্থনৈতিক পলিসির উপস্থিত কর্তব্য সিদ্ধান্তে (৮ম অংশ পরিকল্পন নীতি শক্তিশালী করার আবশ্যকতা) (কংগ্রেস সম্মেলন ও কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশনের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি পুস্তক দ্রষ্টব্য, ১ম খণ্ড, ১৯৫৪, ৭৯৭—৭৯৮ পৃঃ)। পৃঃ ১১

(৪) লেনিনের এই চিঠি লেখার প্রত্যক্ষ উপলক্ষ হল জর্জিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে গ. ক. ওর্জনিকিজে পরিচালিত রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ককেশীয় আঞ্চলিক কমিটি ও প. গ. মৃদিভানি গ্রুপের মধ্যে সংঘাত।

ককেশীয় আঞ্চলিক কমিটির সঙ্গে মতভেদ প্রকাশ করে মৃদিভানির যে অনুগামীরা ছিল জর্জীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ তারা কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বেরিয়ে এসে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট অভিযোগ পাঠায়। ১৯২২ সালের ২৫শে নভেম্বর পলিটব্যুরো জর্জিয়া কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের বক্তব্য দ্রুত বিচারের জন্য জর্জিয়ায় ফ. এ. জের্জিনস্কির নেতৃত্বে একটি কমিশন প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয়।

লেনিন জর্জীয় প্রশ্নটাকে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়ন গঠনের সাধারণ প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে দেখেন ও প্রজাতন্ত্রগুলির সম্মিলনে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার নীতি সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রযুত হবে কিনা ভেবে শঙ্কিত হন। চিঠিটা পরে প্রবন্ধাকারেপ রকাশের ইচ্ছা ছিল লেনিনের। কিন্তু ১৯২৩ সালের ৬ই মার্চে ব্যাধির অপ্রত্যাশিত প্রকোপ বৃদ্ধির পর ভ্লাদিমির ইলিচ এ বিষয়ে তাঁর চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়ে যেতে পারেন নি। ১৯২৩ সালের ১৬ই এপ্রিল লেনিনের সেক্রেটারি ল. আ. ফতিয়েভা লেনিনের চিঠিটি পলিটব্যুরোয় পাঠান। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ১২শ কংগ্রেসে তা প্রতিনিধিদের কাছে পড়ে শোনানো হয়। লেনিনের নির্দেশ অনুযায়ী জাতীয় প্রশ্নে কংগ্রেসের খসড়া সিদ্ধান্তের ওপর কতকগুলি জরুরী অদলবদল ও পরিপূরণ করা হয়। পৃঃ ১৭

(৫) স্বায়ত্তশাসনীভূতি — অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসন নীতির ভিত্তিতে রুশ সোভিয়েত ফেডরেটিভ প্রজাতন্ত্রের ভিতর সমস্ত জাতীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির অন্তর্ভুক্তির ধারণা। স্বায়ত্তশাসনীভূতির পরিকল্পনা করেন স্তালিন। ভ. ই. লেনিন এ পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করেন ও নীতিগতভাবে পৃথক একটি সমাধান দেন — সমস্ত প্রজাতন্ত্রের পরিপূর্ণ সমানাধিকারের ভিত্তিতে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়নে তাদের সম্মিলন। ১৯২২ সালের ৩০শে ডিসেম্বর প্রথম

সারা ইউনিয়ন সোভিয়েত কংগ্রেস সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলর ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। পৃঃ ১৭

(৬) রচনার টাইপ করা ভাষ্যে শিরোনামা ছিল না। প্রাভদায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় দিনলিপির পাতা শিরোনামায়।

দেশের জনশিক্ষার ক্ষেত্রে ভ. ই. লেনিনের প্রবন্ধটির প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে। ১৯২৩ সালের ১০ই জানুয়ারি জনশিক্ষা কমিশারিয়েত রেডিয়োগ্রাম যোগে জনশিক্ষা বিভাগগুকি দিনলিপির পাতা প্রবন্ধটির ব্যাপক প্রচার ও তন্নিহিত লেনিনীয় নির্দেশ পূরণের জন্য প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা নির্ণয়ের জন্য আহ্বান জানায়। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ১২শ কংগ্রেস তার সিদ্ধান্তে শিক্ষকদের বৈষয়িক অবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে, তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ও জ্ঞানদানের কাজ বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রে এবং সোভিয়েত ও পার্টি সংস্থাদির সঙ্গে তাদের ভাবগত ও সাংগঠনিক সম্পর্ক সংহতির ক্ষেতে যে কাজ শুরু হয়েছে তাকে অটলভাবে চালিয়ে যাওয়া ও বাড়িয়ে তোলার আবশ্যিকতায় জোর দেয় (কংগ্রেস, সম্মেলন ও কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশনের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি, ১ম খণ্ড, ১৯৫৪, ৭৫৩ পৃঃ)। পৃঃ ২৫

(৭) সমবায় প্রসঙ্গে এবং আমাদের বিপ্লবের কথা (ন. সুখানভের নোট প্রসঙ্গে) প্রবন্ধদুটি ন. ক. ক্রুপস্কায়া কেন্দ্রীয় কমিটির হাতে দেন ১৯২৩ সালের মে মাসে। ২৪শে মে পলিটব্যুরো সিদ্ধান্ত নেয় : 'নাদেজদা কনস্তান্তিনোভনা প্রদত্ত ভ্লাদিমির ইলিচের প্রবন্ধদুটির লেখার তারিখসহ দ্রুত মুদ্রণ প্রয়োজন।' ভ. ই. লেনিনের প্রবন্ধগুলিতে সমবায়ের প্রশ্নটি যে নতুনভাবে হাজির করা হয় তার আলোকে ২৬শে জুন পলিটব্যুরো সমস্যাটির আলোচনা করে। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ১৩শ কংগ্রেসের সমবায় ও গ্রামের কাজ সিদ্ধান্তগুলির মূলে ছিল কৃষকদের সমবায়বদ্ধ করার লেনিনীয় ধারণা। পৃঃ ৩১

(৮) বামপন্থী ছেলেমানুষি ও পেটি-বুর্জোয়াপনা প্রবন্ধটির কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৩৫

(৯) আমাদের বিপ্লবের কথা প্রবন্ধটি লেনিন লিখেছিলেন মেনশেভিক ন. সুখানভের বিপ্লব প্রসঙ্গে নোট গ্রন্থের ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড উপলক্ষে।

প্রবন্ধটি ন. ক. ক্রুপস্কায়া 'প্রাভদা' সম্পাদকমণ্ডলীর হাতে দেন বিনা শিরেনামায়, পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী শিরোনামটি দেন। পৃঃ ৪০

(১০) কার্ল মার্কসের 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থে সর্বোচ্চ মাত্রার নমনীয় রাজনৈতিক রূপ বলে প্যারিস কমিউনের বর্ণনা এবং ল. কুগেলমানের কাছে কার্ল মার্কসের ১৮৭১ সালের ১২ই এপ্রিলের চিঠিতে 'প্যারসীয়দের নমনীয়তা' বলে যে উচ্চ প্রশংসা আছে স্পষ্টতই লেনিন তার কথা বলছেন। পৃঃ ৪০

(১১) ফ. এঙ্গেলসের কাছে ১৮৫৬ সালের ১৬ই এপ্রিলে লেখা কার্ল মার্কসের চিঠির নিম্নোক্ত অংশটির কথা বলছেন লেনিন : 'কৃষক যুদ্ধের কোনো একটা দ্বিতীয় সংস্করণ দিয়ে প্রলেতারীয় বিপ্লবকে সমর্থনের সম্ভাবনার ওপর জার্মানির সমস্ত ব্যাপারটা নির্ভর করবে। তাহলে চমৎকার হবে।' পৃঃ ৪০

(১২) 'শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের পুনর্গঠন করা উচিত কীভাবে' প্রববন্ধটি লেনিনেরকংগ্রেসের কাছে চিঠির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত, তার বক্তব্যটাকেই তিনি পরিবর্ধিত করেছেন। বরং কম, কিন্তু ভালো করে প্রবন্ধটি শ্রমিক কৃষক পরিদর্শনের পুনর্গঠন করা উচিত কীভাবে প্রবন্ধেরই পূর্বানুবর্তন ও পরিবর্ধন।

লেনিনের নির্দেশ মেনে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের পুনর্গঠন ও উন্নয়নের থিসিস রচনা করে। ১৯২৩ সালের ২১-২৪শে ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশনে কিছু সংশোধনসহ থিসিসগুলি অনুমোদিত এবং পার্টির

আসন্ন ১২শ কংগ্রেসের জন্য সাংগঠনিক প্রশ্নটি বিশেষ আলোচ্য রূপে গ্রহণেরসিদ্ধান্ত হয়। থিসিসে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ১১শ কংগ্রেসে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসংখ্যা ২৭ থেকে ৪০ করার কথা থাকে। স্থির হয় কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সভাপতিমণ্ডলীর সভ্যরা কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশনে উপস্থিত থাকবে এবং কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সভাপতিমণ্ডলী থেকে ৩ জন স্থায়ী প্রতিনিধি পলিটব্যুরোর বৈঠকে হাজির থাকবে। বলা হয় যে কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশনে সমস্ত মূলগত প্রশ্ন হাজির করতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিটি পূর্ণাধিবেশনে পলিটব্যুরো তার চলতি ক্রিয়াকলাপের রিপোর্ট দেবে।

রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির ফেব্রুয়ারি পূর্ণাধিবেশনে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনেরসদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রীয় ও পার্টিগত নিয়ন্ত্রণের নেতৃসংস্থাগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাংগঠনিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়।

পার্টির ১২শ কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটি রচিত সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত এবং 'শ্রমিক কৃষক পরিদর্শন ও কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের কর্তব্য নামক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ভ. ই. লেনিনের প্রস্তাব অনুসারে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সদস্যসংখ্যা বাড়ায় এবং কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের একটা সংযুক্ত সংস্থা গড়ে—শ্রমিক কৃষক পরিদর্শন। পৃঃ ৪৫

(১৩) ভল্খভস্ত্রয় — লেনিনগ্রাদ থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরে ভল্খভ নদীতে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ — সোভিয়েত ইউনিয়নে এইটেই প্রথম বৃহৎ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। নির্মাণ শুরু হয় ১৯১৮ সালে, কিন্তু তা পুরাদমে চালু হয় কেবল ১৯২১ সালে, গৃহযুদ্ধ সমাপ্তির পর। পৃঃ ৬৬

ঁন